উত্তরণ

বার্ষিকী-২০২৩

ছাত্র সংসদ (বৈকালিক)

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

উত্তরণ

বার্ষিকী-২০২৩

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

মোঃ লোকমান হোসেন (পারভেজ)

কর্তৃক সম্পাদিত

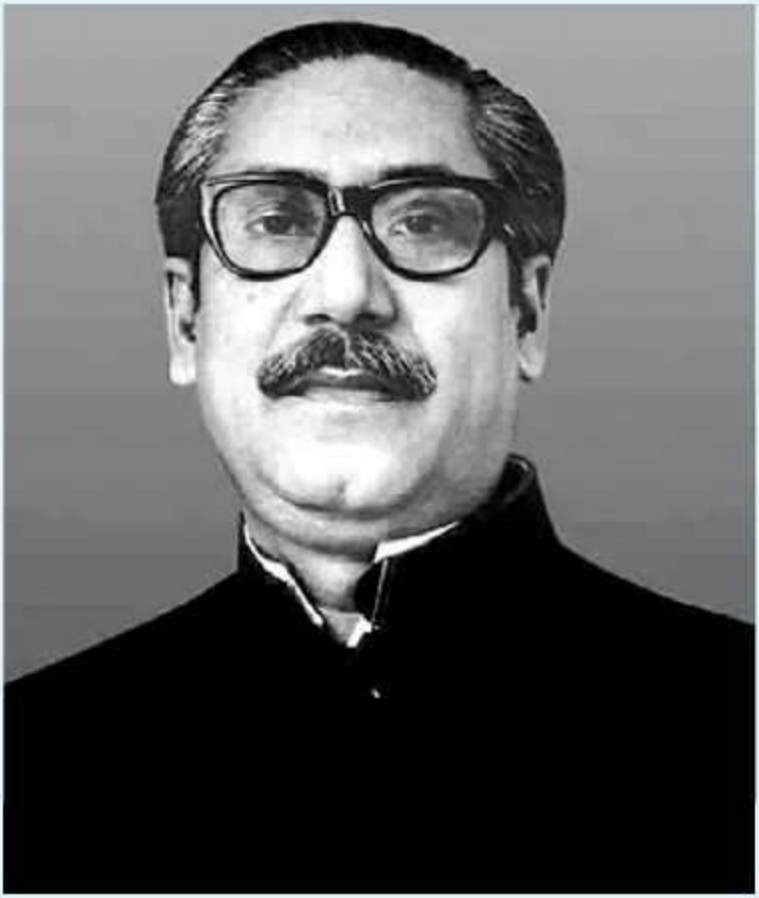

মহাকালের মহানায়ক, রাজনীতির কবি
স্বাধীনতার মহান স্থপতি,
আমাদের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস
জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

উত্তরণ

বার্ষিকী-২০২৩

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

সম্পাদক

মোঃ লোকমান হোসেন (পারভেজ)

প্রকাশকাল

১৪৩১ বাংলা

২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৪৪৪ হিজরি

সহযোগিতায়

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, (বৈকালিক)

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়

বার্ষিকী বিভাগ

ছাত্র সংসদ ২০২২-২০২৩ (বৈকালিক)

মুদ্রণে

অক্সফোর্ড ডিজাইন

আঞ্জুমান মার্কেট, ৩য় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল: ০১৮২২-২২৭১৮৮

উৎসর্গ

"পতন দিয়ে আমি পতন
ফেরাবো বলে
মনে পড়ে একদিন
জীবনের সবুজ সকালে
নদীর উল্টোজলে
সাঁতার দিয়েছিলাম"

শহীদ কামাল উদ্দীন

স্মরণ করি

শহীদ ছাত্রনেতা সাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরী

শহীদ ছাত্রনেতা তবারক হোসেন
শহীদ ছাত্রনেতা এ কে এম রাশেদুল হক

শহীদ ছাত্রনেতা আরেফিন
শহীদ ছাত্রনেতা সিনাউল হক আশিক

মরহুম মোঃ ইউছুপ
শহীদ ছাত্রনেতা আমিনুল ইসলাম স্বপন
শহীদ ছাত্রনেতা মোঃ ইমরান

শহীদ ছাত্রনেতা এহসানুল হক মনি
শহীদ ছাত্রনেতা জিয়াউদ্দিন

প্রয়াত সুমন দে
মরহুম মোঃ আবদুল করিম

মাননীয় উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল, সৃষ্টিশীল চিন্তার বিকাশে সাহিত্য কর্ম প্রজন্মের রুচি মননের বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম এর ছাত্র সংসদ (বৈকালিক) শাখার বার্ষিকী 'উত্তরণ' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুগ যুগ ধরে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। শত শহীদের রক্তে ভেজা এই ক্যাম্পাস জন্ম দিয়েছে অনেক সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল ছাত্র নেতৃত্ব, যারা দেশ ও জাতির সেবায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমি এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেই সকল ছাত্র নেতৃত্বের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মুজিবাদর্শে প্রোজ্জ্বল এক নূতন প্রজন্ম গড়তে শত শহীদের আত্মত্যাগ হোক অনুপ্রেরণার উৎস।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি রুচি, মননশীলতা চর্চায় ছাত্র সংসদের এই ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা যুগোপযোগী ভূমিকা রাখতে পারলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট এক ঝাঁক আলোকিত ছাত্র নেতৃত্বের শ্রম সার্থক হবে বলে আমি স্থির বিশ্বাস রাখি। আমি তাদের সকল শ্রমের সার্থকতা কামনা করছি।

জয় হোক সত্য সুন্দরের
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু।

ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এম.পি

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাণী

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রামের উদ্যোগে কলেজ বার্ষিকী 'উত্তরণ' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশব্যাপী মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। আর এ মানসম্পন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে সাহিত্যচর্চা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সাহিত্যচর্চা শিক্ষার্থীদের মনোজগতকে করে প্রসারিত, তাদের চিন্তাশক্তিকে করে বিকশিত, সেইসাথে তা তাদের তরুণ প্রাণের আবেগময়, বহুমুখী ভাবনার সৃষ্টিশীল প্রকাশের পথ করে দেয়। বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তির ভয়াল হাতছানি থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে লেখালেখির মতো সৃজনশীল কাজে তাদের সম্পৃক্ত করা খুবই জরুরি বলে মনে করি। আর এক্ষেত্রে কলেজ বার্ষিকীর মতো প্রকাশনার কোনো বিকল্প নেই।

আমি সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম এর বার্ষিকী 'উত্তরণ' এর সাফল্য কামনা করছি। সেই সাথে এই প্রকশনার সাথে যুক্ত সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(অধ্যাপক নেহাল আহমেদ)

অধ্যক্ষ
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার সফল মিশন শেষে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সোসাইটি। আর গুণগত একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচি যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ঐতিহ্যগতভাবে সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম মানসম্পন্ন একাডেমিক কার্যক্রমের সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে সাংস্কৃতিক দল, নাট্য দল, বির্তক ক্লাব, ক্যারিয়ার ক্লাব, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট, রেঞ্জার গাইড। বৈশ্বিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ক্যারিয়ার ক্লাব নিয়মিত সেমিনার ও 'জব ফেয়ার' আয়োজন করে থাকে। শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কলেজ প্রশাসন নিয়মিত মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশান প্রতিযোগিতা এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক-বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে। অফিস ব্যবস্থাপনা এবং আইসিটি বিষয়ক উচ্চতর কর্মশালা নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। বিভাগসমূহে নিয়মিত সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন হচ্ছে। ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো কলেজ জার্নাল প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে, জার্নাল এর দুটি ভলিউম প্রকাশিত হয়েছে এবং তৃতীয় ভলিউম প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে। ছাত্রসংসদ (বৈকালিক) শাখার উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মেধাবিকাশে কলেজ বার্ষিকী 'উত্তরণ' প্রকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

'উত্তরণ' সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং এ প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর ড. সুদীপা দত্ত)

উপাধ্যক্ষ
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

বাণী

সুস্থ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় অন্যতম অনুষঙ্গ কলেজ বার্ষিকী। কলেজ বার্ষিকী ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সাথে সাথে সাহিত্য চর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

আধুনিক স্মার্ট শিক্ষার পাদপীঠ সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছরের ন্যায় চলতি শিক্ষাবর্ষেও কলেজ বার্ষিকী 'উত্তরণ' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এবং শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির ধারক হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলবে।

গুণী শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম-এর সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর আবু মোঃ মেহেদী হাছান)

আহ্বায়কের বাণী

গৌরবময় রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গর্বিত অংশীদার সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম। মেধায় ও মননে, জ্ঞানে ও সৃজনে, কর্মে ও আচরণে আমাদের শিক্ষার্থীদের যাত্রা সর্বদা প্রগতি অভিমুখী। জড়তার অবগুণ্ঠন সরিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে অতীতের ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত 'উত্তরণ'-এ।

বহমান সময়ের মননশীল প্রকাশ সাহিত্য। উন্নত রুচি ও বিকশিত জীবনের আলোকিত মানুষ সৃষ্টিতে শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিকতা, সচেতনতা, দায়বদ্ধতা, দেশপ্রেম ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে 'উত্তরণ' ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি মহোদয়ের প্রতি। তাঁর অমূল্য বাণী আমাদের করেছে অনুপ্রাণিত ও আনন্দিত।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ মহোদয়ের প্রতি; যাঁর মূল্যবান বাণী 'উত্তরণ'-কে করেছে ঋদ্ধ।

কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. সুদীপা দত্ত মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি; যাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন, সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা প্রকাশনা পর্ষদকে করেছে নির্ভার ও উদ্দীপ্ত। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রফেসর আবু মোঃ মেহেদী হাছান, উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রতি; যাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রেরণা প্রকাশনার কাজে গতি সঞ্চার করেছে।

সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিক্ষক পরিষদ ও শিক্ষক ক্লাবের সম্পাদকদ্বয়কে এবং বিশেষভাবে স্মরণ করছি কলেজের ছাত্র সংসদ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার কথা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কলেজের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছে যাদের শুভ কামনা ও আন্তরিকতায় দুরূহ কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে।

স্থানাভাবে সকল লেখা প্রকাশ সম্ভব না হলেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাদের প্রতি, যারা আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। সর্বোচ্চ সতর্কতা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদজনিত বিচ্যুতির জন্য প্রকাশনা পর্ষদের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

(সৌরভ কুমার বড়ুয়া)
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
এবং আহ্বায়ক 'উত্তরণ' প্রকাশনা পর্ষদ
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

বাণী

স্বাধীনতার চেতনায় ভাস্বর, বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংস্পর্শে হাজারো সৃজনশীল ও মেধাবী শিক্ষার্থী গড়ে তোলা, তারুণ্য নির্ভর বীর চট্টলার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ। ঐতিহ্যবাহী সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের (বৈকালিক) ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের কলেজ বার্ষিকী 'উত্তরণ' ২০২৩ প্রকাশিত হলো।

শুরুতেই শ্রদ্ধাভরে স্মরন করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের এ.জি.এস ছাত্রনেতা সাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরী, ছাত্রনেতা শহীদ কামাল উদ্দিন, শহীদ ছাত্রনেতা এ.কে.এম রাশেদুল হক, আরেফিন, এনামুল হক মনি, জিয়াউদ্দিন মোহাম্মদ ইমরান, সিনাউল হক আশিক, আমিনুল ইসলাম স্বপন সহ মৃত্যুবরন করা সকল ছাত্রনেতাদের এবং তাদের জন্মের মাগফেরাত কামনা করছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানিদের তীর্যক কালোথাবার বিপরীতে অগ্নিস্বরূপা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি সিটি কলেজ। এ কলেজ থেকেই বেড়ে উঠেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা রাখা অনেক নেতৃত্ব। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বীর চট্টলার আজীবন সিংহ পুরুষ বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সফল মেয়র মরহুম আলহাজ্ব এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী। তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং তার জন্মের মাগফেরাত কামনা করি। "শিক্ষাই সব শক্তির মূল" -ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের এ বানীটি চারশ বছরের পুরোনো। একটি দেশের অর্থনৈতিক, জাতিগত উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার শিক্ষাখাত। ২০০৯ সালের পর সেই শিক্ষাখাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন দেখা যায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে, যা এখনো চলমান মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দিপু মনি এমপি ও মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এমপির নেতৃত্বে। বর্তমানে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে, উল্লেখযোগ্য শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে, ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর হার ছিলো ৬১ শতাংশ যা বর্তমানে ৯৭.৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি সকল শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে যাওয়াও সত্যি ঈর্ষনীয় উন্নয়নের অংশ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট কমানোর ক্ষেত্রেও নানান পরিকল্পনা করা হয়েছে যার ফল ইতোমধ্যে চোখে পড়ার মতো। শিক্ষাখাতে উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা চলমান থাকুক এই কামনা।

যাপিত জীবনের অনেকগুলো বাহনের একটি হচ্ছে সাহিত্য। একে জাতির দর্পনও বলা হয়। একটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কলেজ বার্ষিকী। ভাবনার বহিঃপ্রকাশ পায় লেখনীর মাধ্যম। গতিময় সৃজনশীল কার্যাদিতে অংশগ্রহণের জন্য কিশোর, যুবকদের মধ্যে অনাবিল উৎসাহ সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবেই প্রকাশিত হয় বার্ষিকী "উত্তরণ"।

ভুল-ত্রুটি দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলাম। অনিচ্ছাকৃত ভুল হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অপূর্ণাঙ্গ ও চাহিদার তুলনায় অগ্রতুল এ প্রকাশনা বার্ষিকী সম্পাদক হিসেবে আমি সময়ক্ষেপন ও সেই সাথে যথাসময়ে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারিনি তাই ক্ষমাপ্রার্থী। কৃতজ্ঞতার সাথে চিরঋণী হয়ে থাকব শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষকমন্ডলী শিক্ষক ক্লাব ও শিক্ষক পরিষদের সম্পাদকদ্বয়ের কাছে। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংসদ (বৈকালিক) এর সকল নেতৃবৃন্দকে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

মোঃ লোকমান হোসেন (পারভেজ)
বার্ষিকী সম্পাদক
ছাত্র সংসদ (বৈকালিক) ২০২২-২০২৩
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

বাণী

স্বাধীনতার চেতনায় ভাস্বর মেধা তারুণ্য নির্ভর ও সোনালী উচ্ছ্বাসের সম্ভার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদ (বৈকালিক) ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের কলেজ বার্ষিকী "উত্তরণ" ২০২৩ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

মেধা-মনন-মুক্তচিন্তা-চেতনা ও মুক্ত সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত হয় বার্ষিকী "উত্তরণ"। শিক্ষার্থীদের হৃদয়তন্ত্রীর মাধুরী মিশানো সুখ-দুঃখ-রূপ-রসের প্রকাশ ঘটে এই প্রকাশনায়। চিন্তাশীল সুনিপুণ বিশ্লেষণধর্মী লেখার সমাহারে সমৃদ্ধ এই বার্ষিকী। প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গল্প-কবিতা-ছড়ায় অনিন্দ্য সৌন্দর্যময় রূপের প্রকাশ ঘটে এই সাময়িকীতে।

শুটি কয়েক তরুণের দিকভ্রান্তি বাংলাদেশ নয় অসুন্দরের অন্ধকারের শৃংখল ভাঙ্গার তারুণ্যই বাংলাদেশ।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার সোনার মানুষ তরুণ-যুব সমাজকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে হবে। তরুণ মনের গভীর যে বর্ণালী রঙের আবেশ, সুন্দরের প্রতি অনুরাগ তার বিপরীতে তাদের হৃদয়ে দহন, ক্ষরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করাই সময়ের দাবী। এই তারুণ্যকে জাগিয়ে তুলে, অপশক্তিকে পদানত করে, উৎপীড়ন, শোষণ-তোষণকে পরাজিত করে ভবিষ্যতে প্রজন্মের জন্য নির্মাণ করি জাতির জনকের নির্দেশিত সব মানুষের জন্য বাসযোগ্য অসাম্প্রদায়িক সমাজ। শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংসদ এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের প্রতি রইল ফুলেল শুভেচ্ছা ও মুজিবীয় অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোহাম্মদ তাসিন
ভি.পি
ছাত্র সংসদ
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

বাণী

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বন্দর নগরী নিউ মার্কেট অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি সিটি কলেজ কলেজ ছাত্র-সংসদ এর চলমান কার্যক্রমের আদর্শ বার্ষিকী "উত্তরণ" প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

কলেজ প্রশাসন ও ছাত্র-ছাত্রীদের কে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে সারা দেশে অত্র কলেজ সুনাম অর্জন করেছে। এই বার্ষিকী শুধু ছাত্র-সংসদের কার্যক্রমের সকল তথ্য বিবরণী কিংবা নির্ভেজাল সাহিত্য সাময়িকী নয়, বীর প্রসবীনি চট্টলার শত লড়াই সংগ্রামের স্বাক্ষী সত্য-সাম্য-সুন্দর ও প্রগতির পক্ষে ছাত্র আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারক-বাহক অসাম্প্রদায়িক ক্যাম্পাসেরও দর্পন। দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে কলেজ ছাত্রলীগ ও ছাত্র- সংসদের নেতৃবৃন্দের আত্মত্যাগের সুফল ভোগ করছে আজ ২২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে শুরু করে আজ অবধি সরকারি সিটি কলেজ ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগঠন শিক্ষা শান্তি প্রগতির ধারক ও বাহক বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির চর্চা চলছে।

বার্ষিকী সম্পাদনায় অত্যন্ত দুরূহ কাজে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সম্মানিত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-সংসদের বার্ষিকী সম্পাদক ও সম্পাদক মন্ডলী সদস্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এর সকল নেতৃবৃন্দ ও অত্র কলেজের প্রানপ্রিয় সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনদের জানাই মুজিবীয় শুভেচ্ছা ও রক্তিম অভিনন্দন।

জয় হোক শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

আবদুল মোনাফ
জি.এস
ছাত্র সংসদ
সরকারি সিটি কলেজ

শুভেচ্ছা বক্তব্য

হোক না রাত্রি যত নিকষ কালো
সূর্য রাঙা ভোর আসবেই ।

বিজ্ঞানের বিশ্বায়নের এই সুকঠিন সময়ে, সুপারসনিক গতিতে এগিয়ে চলা চলমান বিশ্বে, মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে আধুনিক, বিজ্ঞান মনস্ক, দূরদর্শী প্রজন্ম তৈরির কোন বিকল্প নেই।

বিজ্ঞানের পাশাপাশি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাও সমান্তরাল ভাবে না চললে আমরা আমাদের শিকড়, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য, পূর্বপুরুষের আন্দোলন লড়াই সংগ্রাম ভুলে যাবো।

একটা আধুনিক, সুস্থ, সুন্দর মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বিনির্মানে উন্নত রুচিবোধ, উর্বর ভাবনার সৃজনশীল মানুষ সৃষ্টি খুব বেশি প্রয়োজন।

জীবনানন্দের কবিতার মতো একটা দেশ হোক
রবীন্দ্রনাথের গানের মতো সাবলীল হোক মনন মগজ
বঙ্গবন্ধুর মতো সাহসের বাতিঘর হোক পুরো রাষ্ট্র।

সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদ হতে প্রকাশিত হতে যাওয়া 'উত্তরণ' ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ সুন্দর মেধা বিকাশে সৃষ্টিশীল এক নান্দনিক ক্যানভাস হবে বলে আমি ও আমাদের সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সিটি কলেজ শাখার প্রতিটি নেতাকর্মী দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি।
আঁধার বিনাশী আলো ছড়াক এই প্রকাশনা। রবিঠাকুরের সুরে সুরে বলবো-

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সে যে তোমার আলো
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।

আশীষ সরকার নয়ন
আহবায়ক (বৈকালিক)
সরকারি সিটি কলেজ ছাত্রলীগ

শুভেচ্ছা বক্তব্য

স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম। শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতির পতাকাবাহী সৃজনশীল কর্মকান্ডের ভান্ডার। প্রগতিশীল ছাত্র-রাজনীতির আঁতুড়ঘর চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজের ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে সৃজনশীল তৎপরতার স্মারক "উত্তরণ" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত। প্রগতিশীল ছাত্র-রাজনীতির ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে স্বাক্ষী করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সব সময় শিল্প-সাহিত্য ও সৃজনশীল তৎপরতাকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী তরুণরাই পারে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পরাভূত করে প্রগতিশীলতার অভয়ারণ্য তৈরী করতে।

বার্ষিকী "উত্তরণ" প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমরা করব জয়, আমাদের হবে জয়।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ ইমতিয়াজ অনিক
যুগ্ম-আহবায়ক

আকবর খান
যুগ্ম-আহবায়ক

মেহেদী হাসান শাকিল
যুগ্ম-আহবায়ক

সাইফুল ইসলাম
যুগ্ম-আহবায়ক

অংকন শীল
যুগ্ম-আহবায়ক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ
যুগ্ম-আহবায়ক

মাঈন উদ্দিন হাসান
যুগ্ম-আহবায়ক

পলাশ চন্দ্র নাথ
যুগ্ম-আহবায়ক

কাজী মোঃ সোহরাব উদ্দিন
যুগ্ম-আহবায়ক

বাণী

আমরা করব জয়, আমাদের হবে জয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সরকারি সিটি কলেজ বার্ষিকী "উত্তরণ" প্রকাশিত হচ্ছে, এতে আমি খুবই আনন্দিত।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কলেজ ছাত্রলীগ ও ছাত্র-সংসদ এর নেতৃবৃন্দের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সুফল ভোগ করছে আজ ২২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী।

আমি বিশ্বাস করি সিটি কলেজ এর সকল ছাত্র-ছাত্রী সব সময় সমাজ তথা রাষ্ট্র হতে অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে একাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে।

বার্ষিকী "উত্তরণ" প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

মো: বেলাল হোসেন,

মো: বেলাল হোসেন
এ.জি.এস
ছাত্র-সংসদ (বৈকালিক)
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদ

সৌরভ কুমার বড়ুয়া
আহ্বায়ক

মাহমুদা শিরীন
সদস্য

উৎপল কুমার ভৌমিক
সদস্য

আরিফ মঈন উদ্দিন খান
সদস্য

মোঃ গোলাম মোস্তফা (০০৪)
সদস্য

চিটু দত্ত
সদস্য

মোহাম্মদ তাসিন
সদস্য

আব্দুল মোনাফ
সদস্য

মোঃ লোকমান হোসেন (পারভেজ)
বার্ষিকী সম্পাদক

ছাত্র-সংসদ (বৈকালিক)

ড. সুদীপা দত্ত
অধ্যক্ষ ও সভাপতি

মোঃ তাহসিন
সহ-সভাপতি

আব্দুল মোনাফ
সাধারণ সম্পাদক

মোঃ বেলাল হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক

মোঃ লোকমান হোসেন (পারভেজ)
বার্ষিকী সম্পাদক

নাঈম উদ্দিন অনিক
নাট্য সম্পাদক

মোহাম্মদ তারেক
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মোঃ শাকিল হোসেন
বক্তৃতা ও বিতর্ক সম্পাদক

আব্দুর রাজ্জাক আরাফাত
ক্রীড়া সম্পাদক

সোহরাব হোসেন সাকিব
ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক

আফরুনা খানম সিনথি
ছাত্রী মিলনায়তন

শাহরিয়ার মিনহাজ
সমাজসেবা ও আপ্যায়ন সম্পাদক

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

শিক্ষকবৃন্দ

বাংলা বিভাগ

জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
সহকারী অধ্যাপক

জনাব কামরুন নাহার চৌধুরী
প্রভাষক

জনাব মো: আলতাফ উদ্দীন
প্রভাষক

ইংরেজি বিভাগ

জনাব তারিক মহিন উদ্দিন খান
সহকারী অধ্যাপক

জনাব কানিজ ফাতেমা
প্রভাষক

জনাব ফাতেমা জাহান মুনমুন
প্রভাষক

অর্থনীতি বিভাগ

জনাব হাসিনা আখতার
সহকারী অধ্যাপক

জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ কবির
প্রভাষক

জনাব মো: আরিফুল ইসলাম
প্রভাষক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ
সহকারী অধ্যাপক

জনাব সায়রা ইয়াছমিন
প্রভাষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

জনাব কাজী সামিয়া সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক

জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
প্রভাষক

দর্শন বিভাগ

জনাব কামরুন নেছা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক

জনাব উত্তরা রাণী ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক

আরবি ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ

জনাব মোসাম্মৎ সালমা আকতার
সহকারী অধ্যাপক

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

জনাব মো: একরামুল হক
সহকারী অধ্যাপক

জনাব মুক্তা শারমিন
প্রভাষক

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক

জনাব আকলিমা শাম্মী
প্রভাষক

অন্যান্য

জনাব এ.জি.এম. শামসীর আলম
গ্রন্থাগারিক

জনাব মোহাম্মদ ছাদেক উল্লাহ
শারীরচর্চা শিক্ষক

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

- "যেন আমার ভাগে জোটে কেবল সেইটুকু সুবর্ণ যার ভার মিতচারী ভিন্ন অপরের দুর্বহ।" ২১-২৫
- পরিচয় ও সম্পর্কে পরিবর্তন ২৬
- ছাত্র রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ও বেকার হোস্টেল ২৭-২৮
- লিপিবদ্ধ দিন ২৮-২৯
- দ্য রোটেশন ৩০
- 'সময় পাই না'-কথাটি পরিত্যাগ করা ৩১
- মা ৩২

গল্প

- অনিলা ৩৪-৩৬
- মাকে মনে পড়ে ৩৭

কবিতা

- Let Me Be Happy ৩৯
- Nothing to Lose ৩৯
- স্বাধীনতার সুর ৪০
- মানুষ ৪০
- তুমি ডাক দিলে ৪০
- সোনালি শৈশব ৪০
- তবুও বঙ্গবন্ধু তোমায় ভালবাসি ৪১
- হে চট্টলার বীর ৪১
- প্রিয় বিদ্যাপীঠ ৪২
- পাঠক ৪২
- পরীক্ষার হল ৪২
- আমার বঙ্গবন্ধু ৪৩
- লিখে দিলাম একটি নাম ৪৩
- ভাল্লাগে না রোগী ৪৩
- বাবা ৪৪
- সময় ৪৪
- বই পড়া ৪৪

কৌতুক

- ৪৬-৪৭

প্রতিবেদন

- জি,এস প্রতিবেদন ৪৮-৫২

আলোকচিত্র

- ৫৩-৬৮

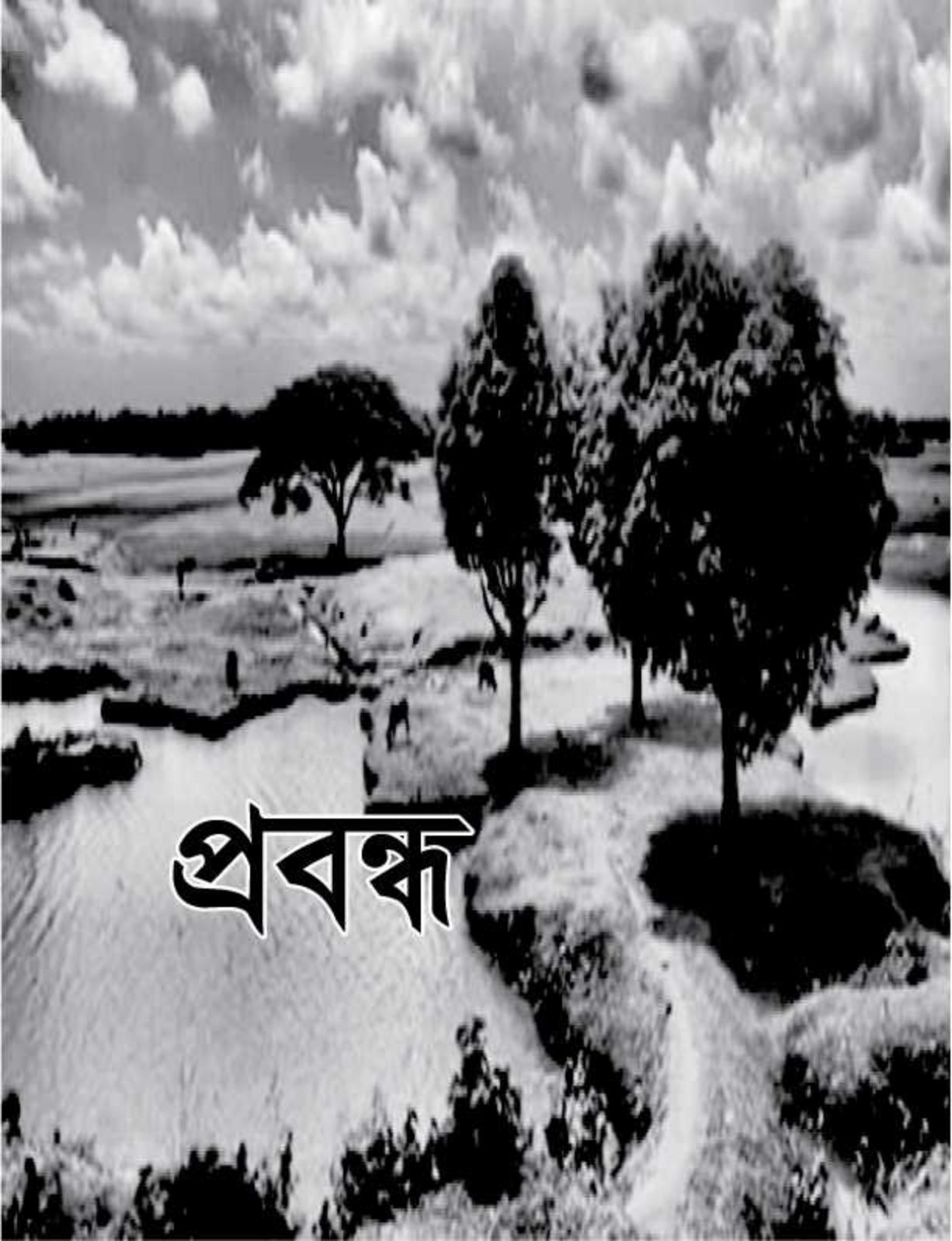
প্রবন্ধ

"যেন আমার ভাগে জোটে কেবল সেইটুকু সুবর্ণ
যার ভার মিতচারী ভিন্ন অপরের দুর্বহ।"

মোহাম্মদ ইলিয়াছ (০১৬০২৭)
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১.
"জন্মই আমার আজন্ম পাপ"
কারণ আমি শিক্ষা ক্যাডারে চাকরি করি। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ক্যাডারগুলোর মধ্যে যেটি সৎ মায়ের ছেলে।

২.
"বেদনার করুণ কৈশোর থেকে তোমাকে সাজাবো বলে
ভেঙেছি নিজেকে কী যে তুমুল উল্লাসে"
যখন যোগদান করেছি তখন যে সমস্যাগুলো দেখেছি আজ অবধি তার কিছু কমেনি, বরং দিনের পর দিন বেড়েছে। ক্যাডারে নেতৃত্ব বেছে নেয়ার জন্য নির্বাচন এসেছে, নির্বাচন গেছে, ম্যানিফেস্টোতে পূর্বের অঙ্গীকারের সাথে নতুন অঙ্গীকার যোগ হয়েছে। সেইসব মিছিলে আমিও হেঁটেছি।কিন্তু...
এখন হায় নির্বাচনও আসছে না আর!

৩.
"এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।"
কাঁদলে বাচ্চা দুধ পায়। না কাঁদলে মা-ও সন্তানকে দেয়না। আমরা যদি চাইতেই না পারি পাওয়ার আশা নাই। চাওয়ার মতো করে চাইতে পারতে হবে। সে চাওয়ার মিছিলে শরীক ছিলাম, আছি, থাকবো।

৪.
" প্রেমের প্রতিমা তুমি প্রণয়ের তীর্থ আমার"
শিক্ষা ক্যাডার তুমি আমার একমাত্র প্রেম। বাই চান্স নয়,বাই চয়েস এ আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি। ১৬ বছর ধরে ভালোবাসছি। তোমার চাকচিক্য নেই,ক্ষমতা নেই, আরো কতো কী যে নেই। তবুও তুমি আমার একটাই তুমি। যে আমাকে সম্মানিত করেছো,শান্তি দিয়েছো, জীবিকা দিয়েছো, পরিচয় দিয়েছো। নতুন জীবনও কি দাওনি!

৫.
"আমাকে পাবে না খুঁজে, কেঁদে-কেটে, মামুলী ফাল্গুনে"
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদন্ড সোজা রাখতে সুশিক্ষক আর শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের ভূমিকা কী কিছুই নেই? তাহলে কেন এতো অবহেলা? যদি আমি, আমরা না থাকি জাতি কি সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে?

৬.
"আমি আর কতোটুকু পারি?
এর বেশি পারেনি মানুষ।"
আমি সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি। ফাঁকি দিইনি। নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেছি। প্রতিনিয়ত একই উত্তরই পেয়েছি-সঠিক পথে আছি।আমার শিক্ষার্থীদের জন্য, প্রতিষ্ঠানের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়েই চেষ্টা করে যাই।

৭.
"আগুন আর কতোটুকু পোড়ে?"
বঞ্চনার আগুনে পুড়তে পুড়তে আমি আজ ছাই-ভস্ম! প্রজাতন্ত্রের আর কোন ক্যাডার আমার মতো পুড়েনি। অন্যকে না দেয়ার, দমিয়ে রাখার হীন চেষ্টা আর পরশ্রীকাতরতার মনুষ্য আগুনে নিয়ত পুড়ছি।

৮.
"কষ্ট নেবে কষ্ট
হরেক রকম কষ্ট আছে...
লাল কষ্ট নীল কষ্ট কাঁচা হলুদ রঙের কষ্ট"
#উচ্চতর গ্রেড (১,২,৩) না পাওয়ার কষ্ট, অর্জিত ছুটি না পাওয়ার কষ্ট, প্রতিনিয়ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেঁটে ফেলার কষ্ট, নিয়মিত পদোন্নতি না পাওয়ার কষ্ট, বনসাই করে রাখার কষ্ট...

৯.
"স্বাধীনতা সব খেলো,মানুষের দুঃখ খেলো না"
#জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিয়েছেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তবু শিক্ষা ক্যাডার থেমে থাকলাম। আগাতে পারলাম না। কতক নিজের দোষে তারচেয়ে বেশী অন্যের। শিক্ষা ক্যাডার যে অন্ধকার সে অন্ধকারেই রয়ে গেলাম।

১০.
"কষ্টে-সৃষ্টে আছি
কবিতা সুখেই আছে-থাক"
অভিজাত ক্যাডার সব নিয়ে সুখে থাক। অন্তরের বেদনার যে শাপ সেটিও কী তাদের লাগেনা? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিশ্চয়ই ভালো জানেন।

১১.
"আমার জীবন ভালোবাসাহীন গেলে
কলঙ্ক হবে কলঙ্ক হবে তোর,"
#শিক্ষা ক্যাডার অবহেলিত ক্যাডার। অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পরও অপবাদ জুটে।ভালো কাজের স্বীকৃতি বা পুরস্কার পাইনা বললেই চলে।চলে নানারকমের অন্যায্য সমালোচনা। রাষ্ট্রমাতা, আমরাও কী তোমার সন্তান নই? তাহলে কেন ভালোবাসাহীন কদর্য জীবন আমার?

১২.
"ব্যর্থ হয়ে থাকে যদি প্রণয়ের এতো আয়োজন,
আগামী মিছিলে এসো
শ্লোগানে শ্লোগানে হবে কথোপকথন। "
#জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ তথা "মুজিব বর্ষে" কতোজনইতো কতো কিছু পেলো। শিক্ষা ক্যাডার কী পেলাম? তিন বছর পদোন্নতি হয় নি এই ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে। আমাদের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে।
মহান সংবিধান আমাদের রক্ষাকবচ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯(১), ১৯(২), ২০(১), ২৭, ২৯(১) অনুচ্ছেদগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করছি। কারণ প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসেবে ২১(১) অনুযায়ী চলার চেষ্টা করি। তাছাড়া ২১(২)-"সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" এর বিষয় সবসময় মাথায় রেখে কাজ করি।

১৩.
"প্রাপ্য পাইনি করাল দুপুরে,
নির্মম ক্লেদে মাখা রেখে রাত কেটেছে প্রহর বেলা-
এই খেলা আর কতোকাল আর কতোটা জীবন!"
অন্যান্য ক্যাডারে একই সময়ে যোগদান করে তারা পদোন্নতি,উচ্চতর গ্রেড আর কতো কী পেয়ে গেলো। আমরা আমাদের ন্যায্য পদোন্নতিটুকু পেলাম না। একই পদে ১২ বছর পর্যন্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছি। আর কোন ক্যাডারে কী এমনটা আছে। তাহলে শুধু শিক্ষা ক্যাডারের সাথেই কেন এরকম হচ্ছে?

১৪.

"তুমি জানো নাই-আমিতো জানি
কতোটা গ্লানিতে এতো কথা নিয়ে,এতো গান,এতো হাসি নিয়ে বুকে নিশ্চুপ হয়ে থাকি"

#এখন রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, অপমান, লজ্জা মিলেমিশে আমি চুপ। বলতেও লজ্জা লাগে। কাকেই বা বলবো?- স্বাধের বয়সী অভিজাত ক্যাডার কর্মকর্তাদের সাথে পদায়নের ইঁদুর দৌড়ে শামিল হতে যাওয়া অনেক অগ্রজদের জন্য মাথা তুলে বলতেও পারি না। প্রশাসনিক পদে পদায়নের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বা ক্ষমতাশালী লোকজনের লেজুড়বৃত্তি করে নিজেদের আরো নামিয়েছি। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য, বিভাজন লজ্জাজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ফলে সবাই সুযোগ নিতে চায়। তাই চুপ থাকি। কিন্তু যে আমার ভাষা বুঝে না সে আমার মৌনতা বুঝবে কী করে?

১৫.

"বেদনার রং দিয়ে আমি যারে আঁকি
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমি যারে আঁকি
আমার কষ্ট দিয়ে, আমার স্বপ্ন দিয়ে যে আমার নিভৃত নির্মাণ
সেই তুমি-হে আমার বিষণ্ন সুন্দর "

#শিক্ষা ক্যাডারের কাঙ্ক্ষিত নিয়মমাফিক পদোন্নতি তোমাকেই চাই। ন্যায্য, নিয়মিত পদোন্নতির আশা এখনো রাখি।

১৬.

"জাতির রক্তে ফের অনাবিল মমতা আসুক
জাতির রক্তে ফের সুকঠোর সততা আসুক
আসুক জাতির প্রাণে সমতার সঠিক বাসনা।"

#মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশার বাতিঘর। আশা নিয়ে বসে আছি। তাঁর অনুশাসনে আসুক মমতা-সমতা।

১৭.

"আমার স্নায়ুর সকল ইচ্ছা দিয়ে
তোমাকে চাইছি হৃদয়ের কাছে পেতে।
তোমাকে চাইছি মানবিক স্নেহে, প্রেমে
মানবিক মোহে, শরীরে ও পিপাসায়।"

সম্মানের জীবন সবার কাম্য। আইনি কাঠামোর মধ্যে আমার ন্যায্য পাওনাটুকু আমার চাই-ই চাই।

১৮.

"ভাঙনের শব্দ শুনি,আর যেন শব্দ নেই কোনো,
মাথার ভেতর যেন অবিরল ভেঙে পড়ে পাড়।"

চারপাশ থেকে যে বঞ্চনা, অবহেলা, তুচ্ছতা আমার দিকে ধেয়ে আসে তা স্নায়ুকে বিবশ করে দেয়। চারপাশে দেখি ভেঙে পড়ে আবহমান কাল থেকে পাওয়া ভাবমূর্তির অবয়ব।

১৯.

"তোমাকে ফেরাবে প্রেম, মাঝরাতে চোখের শিশির,
বুকের গহিন ক্ষত, পোড়া চাঁদ তোমাকে ফেরাবে।
ভালোবাসা ডাক দেবে আশ্বিনের উদাসিন মেঘ,
তোমাকে ফেরাবে স্বপ্ন, পারিজাত, মাটির কুসুম।"

আমি আছি আমার শিক্ষা ক্যাডারকে ভালোবেসে। অন্য কিছুকে ভালোবাসতে না পারা সেকেলে-আদি প্রেমিকের মতো একনিষ্ঠ আছি। তোমাকে আসতেই হবে আমার কাছে।

২০.

"সুন্দর রক্তাক্ত হও, তিক্ততায় ভেঙে পড়ো, কাঁদো,
না হলে কখনো তুমি কবির বেদনা বুঝবে না।"

রাষ্ট্রযন্ত্র কখনো কী বুঝতে চেয়েছে আমার গহীন দুঃখগুলো,অন্তরের বেদনা?

২১.

"তোমাকে বলবো বলে কষ্ট, ধ্বংস, ক্ষয়, লেলিহান ক্রোধ
তামাটে মাটির গন্ধ বুকে এই ধ্বংসের কবর ডিঙিয়ে... এলাম
শুধু তোমাকে বলবো বোলে, ভালোবাসা প্রিয়মুখ তোমাকে বলবো বলে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি জাতির অভিভাবক। আমাদের অভিভাবক। আমাদের দুঃখগাঁথা, করুণ রূপকথা আপনার গোচরে আনতে পারি না প্রটোকলের নানা বাধায়। তবুও আশায় বাঁচি। নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়বে বা আপনি শুনতে পাবেন আপনার সন্তানতুল্য, বঞ্চিত শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের করুণ আকুতি।

২২.

"এই চোখ দেখে তুমি বুঝবে না, কতোটা ভাঙনের চিহ্ন
জীবনের কতোটা পরাজয় ছুঁয়ে তার বেড়েছে বয়সের মেধা।"

প্রতিনিয়ত নিজের সাথে, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র আর ব্যবহারিক বাস্তবতার সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে। এ এক অসম যুদ্ধ। তবু সংশপ্তক আমি লড়ে যাই।

২৩.

রাত্রি বলবে নেই, নক্ষত্র বলবে নেই
শহর বলবে নেই, সাগর বলবে নেই
হৃদয় বলবে-----আছে।"

#রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস আছে। মানুষের শুভবোধে আস্থা আছে। জানি দিন বদলাবে। বিশ্বাসে বাঁচি।

২৪.

"দূরত্ব জানে শুধু একদিন খুব বেশি নিকটে ছিলাম"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময় শিক্ষকদের সম্মান এবং রাষ্ট্রের শীর্ষ নির্বাহীদের সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত কাছের ছিল। তারপর নানা কারণে কেবলি দূরে সরতে হয়েছে।

২৫.

"যতদূর থাকো ফের দেখা হবে। কেননা মানুষ
যদিও বিরহকামী, কিন্তু তার মিলনই মৌলিক।"

#শিক্ষা ক্যাডারের বঞ্চনার করুণ দুঃখ একদিন নিশ্চয়ই ঘুচে যাবে। সেদিন হয়তো আমি থাকবো না।ক্যাডারে যারা নিয়মিত বিভিন্ন ব্যাচে যোগদান করছেন,ভবিষ্যতে করবেন তাদের হাত ধরে পরিবর্তন আসবে। সকলের সাথে সুযোগের সমতা-ন্যায্যতার একটি ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান থাকবে। এটাই মৌলিক।

"আমার হয়নি তো কী হয়েছে, তোমাদের হোক।"

কৃতজ্ঞতাঃ
ড. হুমায়ুন আজাদঃ শিরোনাম
#কবি দাউদ হায়দারঃ ১
#কবি হেলাল হাফিজঃ ২-১২
#কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ঃ ১৩-২৪
#কবি আবুল হাসানঃ ২৫
#গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধান।

পরিচয় ও সম্পর্কে পরিবর্তন

আরিফ মঈন উদ্দিন খান (০২১৬৪১)
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

আমার সহপাঠী আরমান আহমেদ সিদ্দিকী কর্পোরেট জগতে সফল আমাদের এ বন্ধু একজন গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। কলকাতার বিখ্যাত কবির সুমনের কথায় তার গাওয়া একটা গান আমার বেশ ভালো লেগেছিল। আমাদের এসএসসি '৯৫ ব্যাচের ২৫ বছর উদযাপনের থিম সংটিও তার লেখা, সুর করা ও গাওয়া। মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো একটা থিম সং। এ গানে সে আমাদের 'লেজ ছাড়া সাদা বানর' বলেছে। আমাদের স্কুল ইউনিফর্ম ছিল সাদা শার্ট ও সাদা প্যান্ট। এটার প্রতি ইংগিত করেই তার এ হিউমার।

কিছুদিন আগে আমাদের কলেজের দুইদিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ২৫ বছর আগে ছেড়ে আসা সেই স্কুলের মাঠে। প্রতিযোগিতার নানা ইভেন্ট উপভোগ করার ফাঁকে ফাঁকে চোখ আটকে যাচ্ছিল সাদা ইউনিফর্মের অনুজদের দেখে। ওরা মাঠের এক প্রান্তে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলছিল। নস্টালজিক হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। যে আমি একদিন তাদের মতো একজন বলে পরিচিত ছিলাম মাঠটার কাছে, সেই আমি সময়ের ব্যবধানে হাজির হলাম নতুন পরিচয়ে। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষেও গিয়েছিলাম এবং তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলাম। অথচ এক সময় এ কক্ষটি ছিল আমাদের কাছে দারুণ কৌতূহল জাগানিয়া কিছু।

পৃথিবীটা এমন। এখানে প্রতিনিয়ত পরিচয় ও সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। ছোট একটা শিশু অপার বিস্ময়ে প্রতিনিয়ত নতুন কিছু দেখে ও শিখে। পুরো দুনিয়াটা তার কাছে সীমাহীন আনন্দ ও উপভোগের আধার হিসাবে হাজির হয় ধীরে ধীরে। টিনেজদের বেশ কথা বলতে ও হাসতে দেখে আমার নিজের মতো করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। সেটা হলো তারা নিত্য নতুন কিছু জানে ও দেখে। তাছাড়া তাদের সামনে সম্ভাবনা তার বৈচিত্র্যের পসরা সাজিয়ে হাজির থাকে।

বয়স বাড়তে বাড়তে সম্ভাবনা ও স্বপ্ন সীমিত হয়ে আসে। তাই হয়তো টিনেজ বয়সের মতো সবকিছুতে আর নির্ভেজাল আনন্দ পাওয়া যায়না। অনেক সময় ঘটা করে আনন্দ আয়োজন করি আমরা। অনেক সময় আবার আনন্দ উপভোগের ভান করি। আনন্দ আয়োজনগুলোকে মনে হয় ফরমায়েশি ও গতানুগতিক। এভাবে পৃথিবীর সাথে আমাদের পরিচয় ও সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটে। যে দুনিয়ার জন্য আমাদের এ মায়া সে দুনিয়া রুটিন কাজের মতো আমাদের বিদায় দেয়। ভুলে যায় এমনভাবে যেন তার সাথে পরলোকে গমনকারী ব্যক্তিটির কোন কালে কোন পরিচয় ও সম্পর্ক ছিলনা।

ব্যক্তিগত পরিচয় ও সম্পর্কগুলোরও নানা ওঠানামা চলে। এক সময়ের বন্ধু হয়ে যায় শত্রু,শত্রু হয় বন্ধু। ভালোবাসার মানুষ হয় ঘৃণার পাত্র। যাকে ছাড়া এক মুহূর্ত চলেনা, তাকে ছাড়া কাটানো যায় বছরের পর বছর। এক সময় যাকে এড়িয়ে চলতে পারলে বাঁচি, সময়ের বিবর্তনে তাকে আপন করার কতো চেষ্টা!

ছাত্র রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ও বেকার হোস্টেল

লোকমান হোসেন (পারভেজ)
বার্ষিকী সম্পাদক

১৭ ই মার্চ ১৯২০। তৎকালীন ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগার নদীর তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়ায় লুৎফর রহমান - সায়েরা খাতুন দম্পতির কোল আলো করে জন্ম গ্রহণ করেন ছোট্ট শিশু খোকা। তার নাম রাখা হয়- "শেখ মুজিবুর রহমান"। কে জানতো সেই ছোট্ট খোকাই হবে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।

৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৮'র সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৮'র আগরতলা মামলা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, সর্বোপরি ৭১ সালের নয়মাসে অগণিত লাশ, সম্ভ্রম হারানো নির্যাতিত মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশের একমাত্র স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব ও সাহসিকতায় হাজারো পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালিকে উজ্জীবিত করা হয়! বাঙালির মুক্তির আন্দোলনকে আরো বেগবান করে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোট বেলা থেকেই ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মি স্বভাবের। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিজের গোলা থেকে ধান বিলি করতেন। সমিতি করে অন্যদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করে গরিব মানুষের কাছে বিলি করতেন।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা জীবনের সুচনালগ্ন ছিলো ঝামেলায় জর্জরিত। পিতার বদলিজনিত সমস্যা, বেরিবেরি নামক রোগের কারনে হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়া, এবং চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ার কারণে তাঁকে অনেক বছর পড়ালেখা স্থগিত রাখতে হয়। ১৯৩৮ সালে তিনি গোপালগঞ্জের মাথুরানাথ ইনষ্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এসময় তার গৃহশিক্ষক ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য কাজী আব্দুল হামিদ। বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবন থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। দাবী আদায়ে তিনি সর্বদা লড়াকু মানসিকতার ছিলেন। রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ পাওয়া যায় স্কুল জীবন থেকেই। ১৯৩৯ সালে মিশনারিতে পড়ার সময় বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে বাংলা প্রদেশ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ঐ সময় বিদ্যালয়ের ছাদ সংস্করণের দাবি নিয়ে যায় একদল শিক্ষার্থী। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিছুদিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু চিঠি পেলেন শহীদ সাহেবের কাছ থেকে। তাতে লেখা কলকাতা গেলে যেন বঙ্গবন্ধু তাঁর সাথে দেখা করেন। সেই ছিল রাজ্যাভিষেকের প্রথম আহ্বান। এ থেকে শুরু, আস্তে আস্তে আরো বেগবান হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন। ১৯৩৯ সালে বঙ্গবন্ধু কলকাতা যান বেড়াতে। শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করেন। শহীদ সাহেবের পরামর্শে ফিরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জে গঠন করেন মুসলিম ছাত্রলীগ। ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, এছাড়া ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন এবং এক বছরের জন্য কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধুর মূলধারার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ইসলামিয়া কলেজে থাকাকালীন। সেখানে তিনি বাংলার অগ্রণী নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ছায়াতলে রাজনীতি করেন, এম ভাষ্করণ তাঁকে রাজনীতির উদীয়মান বরপুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেন। একই বছর তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে সাথে জড়িয়ে

পড়েন। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হন। ১৯৪৬'র দিকে পাকিস্তান দাবির পক্ষে গণভোট খ্যাত নির্বাচনে ফরিদপুর অঞ্চলের অফিসার্স ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করেন এবং সে বছর বাংলার কৃষক সমাজের কাছে পাকিস্তান দাবির ন্যায্যতার বিষয় প্রচার করে ভোট চান। ওই নির্বাচনে বাংলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিয়া কলেজের ২৪ নম্বর বেকার হোস্টেলে বাস করতেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবন তে লিখেছেন, "পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা যাই। সভা-সমাবেশে যোগদান করি।আবার পড়তে শুরু করলাম। পাস তো আমার করতেই হবে। শহীদ সাহেবের কাছে এখন প্রায়ই যাই। এই বৎসর আমি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে বেকার হোস্টেলে থাকতাম"।

সে সময় তিনি কলেজের ছাত্র সংসদের সেক্রেটারি ছিলেন। এখনো কলেজের ছাত্র সংসদের বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর নাম আছে। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তাঁর সাধারণ সম্পাদক হওয়ার ঘটনাও আছে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমি ওই সময় বাধ্য হয়েই কিছুদিনের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। অনেক চেষ্টা করেও দুপক্ষের মধ্যে আপোশ করাতে পারলাম না। দু'পক্ষই অনুরোধ করলো আমাকে সাধারণ সম্পাদক হতে। নতুবা তাদেরকে ইলেকশন করতে দেয়া হোক। ইলেকশন আবার শুরু হলে বন্ধ করা যাবেনা। মিছিমিছি গোলমাল, লেখাপড়া নাই, টাকা খরচ হতে থাকবে। আমি বাধ্য হয়েই রাজি হলাম, এবং বলে দিলাম তিনমাসের বেশি আমি থাকব না'। ১৯৪৭ সালে বঙ্গবন্ধু পরীক্ষা দিলেন। ১৯৪৭ সালে জুনে ঘোষণা হলো ভারত ভাগ হবে। বঙ্গবন্ধু গেলেন সিলেটে গণভোট করতে। ফিরে এসে দেখলেন ক্ষমতার লোভে নেতারা দলাদলি শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে রেজাল্ট বের হলো- বঙ্গবন্ধু স্নাতক হলেন। বঙ্গবন্ধু পূর্বপাকিস্তানে ফিরলেন ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে। ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। এই মোটামুটি বঙ্গবন্ধুর কলকাতা বসবাসের ইতিহাস।

তরুণ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কেটেছে কলকাতায়। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচিহ্নগুলো এখনো সগর্ব টিকে আছে সেই নগরে। আমাদের দেশের নতুন প্রজন্মের প্রতিটি সন্তানের বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস জানা উচিৎ। কারণ বঙ্গবন্ধুর ছাত্র রাজনীতি ও যুব রাজনীতি সম্পর্কে না জানলে, শুধু সংক্ষেপে জাতীয় পরিসরের ঘটনাগুলোকে কয়েক লাইনে মুখস্ত করে বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করা অসম্ভব। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কে বুঝতে হলে শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা ও জাতির পিতা হয়ে ওঠার ধাপগুলো বুঝতে হবে, তাহলেই আমরা আমাদের পূর্বপ্রজন্মের মানুষের রক্তের স্পন্দন বুঝতে পারবো। আর তাহলেই আমাদের এই স্বাধীনতা একদিন পূর্ণতা পাবে, আর তাহলেই হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলে থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যে গভীর দীর্ঘশ্বাস, তার শব্দ অনুধাবন করতে পারবো আমরা। তা যদি পারি, তাহলেই নতুন প্রজন্ম বুঝতে পারবে যে-এই স্বাধীনতা কেনো জরুরি ছিল আর কোন কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপামর বাঙালি বঙ্গবন্ধু ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লিপিবদ্ধ দিন

মোঃ হাসান
দ্বাদশ, মানবিক, রোল নং: ৪১০৩

'পৃথিবী' পৃথিবী এমন একটি গ্রহ যেখানে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অব্দি নানা গল্প, যুদ্ধ, ইতিহাস, ঘটনা ইত্যাদি সংগঠিত হয়ে আসছে। তার মধ্যে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে আবার অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কালের বিবর্তনে আজ আমরা এই সমস্ত গল্প, যুদ্ধ, ইতিহাস, ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলেই আজ আমরা তা জানতে পারছি। পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটনা, যুদ্ধ, গল্প, ইতিহাস আছে যা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। আর এই থেকে দেশের প্রতি মায়া-মমতা, দেশপ্রেম সৃষ্টি হয়। আর এইসব কিছুই এমনি এমনি সৃষ্টি হয় না। নিজের মন থেকেও আসতে হয়। ঠিক এমন একটি দিন ইতিহাসের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়, যা বাঙালির ও বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য এক বিরল ঘটনা ও অর্জন বটে। সময়টা তখন ১৯৭১ মায়ের বয়স টা তখন ৮-৯ হবে। আমার মায়েরা তখন একটা হিন্দু গ্রামের পাশে বসবাস করত। মা বলতো তখন নাকি ওই হিন্দু পরিবারের মধ্যে যে সমস্ত পুরুষ হিন্দু ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই নাকি মুসলমান গ্রামে ঢুকে লুকিয়ে থাকত ভয়ে আবার অনেকেই নাকি যুদ্ধের ময়দানে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ স্বাধীন করার জন্য। মা আরো

বলতেন আশেপাশের গ্রামসহ তার নিজ গ্রাম সহ তার বয়সের চেয়ে বড় আপু অর্থাৎ সুন্দরী মহিলাদের কে নাকি মুখে কালো কালি মেখে বড় বড় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে লুকিয়ে রাখত যাতে করে মিলিটারি দল এর চোখে না পড়ে এবং বেঁচে যায় তাই তারা এভাবে করে সুন্দরী নারীদের লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করত। আবার অনেক নারীরাই নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল রাতের অন্ধকারে খাবার দিয়ে। ঠিক এমনই একটি দিন মা বাহিরে খেলা করছিল তখন নাকি বেশ কয়েকজন মিলিটারি সেদিকের একটি পথ দিয়ে যাচ্ছিল তখন এক মিলিটারি মাকে জিজ্ঞেস করেছিল "কেয়া কর রাহে বেটিয়া" তখন মা নাকি বলে ছিল কিছু করছি না। তখন আর কিছুই জিজ্ঞেস করেনি এইটুকু কথা বলে সে মিলিটারিরা তাদের পথ অনুসরণ করে চলে গেল। মা যদিও মুক্তিযুদ্ধা ছিল না তবে মায়ের শৈশব স্মৃতিচারণ থেকে আমি একথা টুকু সংগ্রহ করেছি। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি দিন ছিল যা বোধহয় লিপিবদ্ধ করে শেষ করা যাবে না। এরকম আমার মায়ের মত হাজারো ও মা-বাবা, দাদা-দাদির হাজারো দিন রয়েছে যা হয়তো আজও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ঠিক তেমনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত হানি হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাজা রক্ত দেয় শুধুমাত্র নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য। ঠিক তেমনি আজও নাম না জানা কত শহীদের নাম লেখা নেই ইতিহাস এর পাতায়...কারণ শহিদদের নাম লিখে কখনো শেষ করা যাবে না এই ইতিহাসে। এর সাথে রয়েছে কত বুদ্ধিজীবী, কত সাংবাদিক, কত লেখক, কত ডাক্তার, কত শ্রমজীবী মানুষ যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ পেয়েছে একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড। আর এভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত দিয়ে ১৯৭১ সালে ২৬ শে মার্চ আমরা আমাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করি এবং নিজের দেশকে স্বাধীন করি। আজ এই ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ দিনটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলেই আজ নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারছে এবং সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারছে। আর এইরকম একটি দিন আজ লিপিবদ্ধ করা ছিল বিধায় নতুন প্রজন্ম বুঝতে পারছে এ দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের কারণেই আজ আমরা বাংলাদেশে সুন্দর ভাবে বসবাস করতে পারছি, পারছি বাংলা ভাষায় কথা বলতে। তাইতো ভাষা শহিদের সম্মান এ আমরা প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি সম্মান জানাই এবং ২৬ শে মার্চ ও ১৬ ই ডিসেম্বর স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শহিদদের সম্মান জানাই এবং দিনগুলোতে মসজিদ-মন্দিরে শহীদদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয় এবং মিলাদের আয়োজন করা হয়। আজ লাখো শহিদের কারণে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি এবং নির্দিষ্ট ভূখন্ড বসবাস করতে পারছি। তাই আমাদের সকলেরই উচিত সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তা নতুন প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া। এছাড়াও সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে তা সংরক্ষন করা যাতে করে নতুন প্রজন্ম লিপিবদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কিন্তু আমরা এমন একটি যুগে বসবাস করছি ইতিহাস তো দূরের কথা, একটি ঘটনা গল্প ও লিপিবদ্ধ করা হয় না। আর লিপিবদ্ধ করা হলেও তা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌছাচ্ছে না। এতে করে নতুন প্রজন্ম যেমন ইতিহাস সম্পর্কে অসচেতনতা হয়ে পড়ছে তেমনি দেশপ্রেম, দেশের প্রতি মায়া-মমতা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। যদি বলা হয়, নতুন প্রজন্ম কেন এই ইতিহাসের দিনগুলো সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে ব্যর্থ তাহলে বলা যায় নতুন প্রজন্ম এমন একটি যুগে বসবাস করছে যাকে বলা হয় ডিজিটাল বা আধুনিক যুগ। আর এমনি আধুনিক হতে হতে ইতিহাসের সমস্ত দিনগুলো বিলুপ্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যার বাস্তব উদাহরণ স্বরূপ বর্তমানে অনেক নতুন প্রজন্ম আছে যাদের যদি প্রশ্ন করা হয় ২৬শে মার্চ কি দিবস তারা বলতে পারে না! একুশে ফেব্রুয়ারি কি দিবস তারা বলতে পারে না! এর কারণ আপনার কাছে কি মনে হয় সঠিক ইতিহাস বা জ্ঞান অর্জন করতে না পারা নাকি আধুনিকতার ছোঁয়া? এছাড়াও বর্তমান সময়ে দেখা যায় এই দিবসগুলো অর্জনের পেছনে যাদের অবদান অর্থাৎ যারা শহিদ হয়েছে সেই সমস্ত শহিদদের সঠিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করে না এ প্রজন্ম তাহলে নতুন প্রজন্ম কি শিখছে...? কেন এমন ঘটছে তা কি কারো মনে প্রশ্ন জাগে না! আমরা কি একটাবারও চিন্তা করতে ভুলে যাচ্ছি যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা নির্দিষ্ট ভূখন্ড এ বসবাস করতে পারছি, পারছি বাংলা ভাষায় কথা বলতে আমরা কি এই সমস্ত ইতিহাসের ঘটনা ভুলে যাচ্ছি...? না, আমরা বাঙালি হিসেবে কখনো তা ভুলতে পারি না। আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হাজারো ইতিহাস, গল্প, ঘটনায় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এই লিপিবদ্ধ ইতিহাস, ঘটনা, গল্প ইত্যাদি সঠিক চর্চা নেই বিধায় আমাদের এমন পরিণতি। তাই আমাদের সকলেরই উচিত সঠিক লিপিবদ্ধ ইতিহাস, গল্প, ঘটনা ইত্যাদি চর্চা করা এবং জ্ঞান অর্জন করা তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। তবে লিপিবদ্ধ ইতিহাস পরিপূর্ণ মর্যাদা পাবে।

দ্য রোটেশন

আব্দুল্লা আল মাহমুদ (তুহিন)
বি.এস.এস (পাস), ১ম বর্ষ (২০২১), রোল: ৮১০৮

একসময়, আভালোরার কাল্পনিক রাজ্যে, জমিটি "দ্য রোটেশন" নামে পরিচিত একটি অনন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হত। ঘূর্ণন একটি দুর্দান্ত পরীক্ষা ছিল যার লক্ষ্য ছিল সত্যিকারের গণতন্ত্রকে উৎসাহিত করা এবং কিছু লোকের হাতে ক্ষমতার প্রবেশ রোধ করা।

এই ব্যবস্থার অধীনে প্রতি বছর র‍্যান্ডম ড্রয়ের মাধ্যমে একজন নতুন নেতা নির্বাচন করা হবে। আপনি ধনী বা দরিদ্র, যুবক বা বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ প্রত্যেকেরই অ্যাভালোরার নেতা হিসাবে কাজ করার সমান সুযোগ ছিল তা বিবেচ্য নয়। নির্বাচিত নেতাকে জনগণের সম্মিলিত প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

আভালোরার নাগরিকতা আন্তরিকভাবে দ্য রোটেশনকে আলিঙ্গন করেছে। তারা বিশ্বাস করেছিল যে, এই ব্যবস্থা ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে, দুর্নীতি প্রতিরোধ করবে এবং প্রতিটি কণ্ঠস্বর শোনার সুযোগ দেবে। এটি জনগণের জন্য গর্বের উৎস হয়ে ওঠে এবং তারা সক্রিয়ভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। জেনেছিল যে, একদিন তাদের নেতৃত্বের জন্য আহ্বান জানানো হবে।

এক বছর, ড্র লিলি নামে এক তরুনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিনি তার সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আবেগের সাথে একজন নম্র কৃষক ছিলেন। লিলি প্রাথমিকভাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব দ্বারা অভিভূত হয়েছিল, কিন্তু সে জানত যে তাকে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে একটি মূল্যবান সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

লিলি অ্যাভালোরার নেতা হিসাবে তার ভূমিকা গ্রহণ করার সাথে সাথে তিনি আবিষ্কারের যাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি জীবনের সকল স্তরের নাগরিকদের সাথে আন্তরিক কথোপকথন নিযুক্ত ছিলেন, তাদের আশা, স্বপ্ন এবং উদ্বেগগুলি মনোযোগ সহকারে শুনেছিলেন। তিনি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছেন এবং চাপের বিষয়ে খোলামেলা সংলাপের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

লিলির নেতৃত্বের শৈলী স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তি এবং সহানুভূতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং টেকসই উন্নয়নকে উন্নীত করে এমন নীতি বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন উপদলের মধ্যে সংলাপকে উৎসাহিত করেছিলেন, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে মতবিরোধকে বৃদ্ধি এবং বোঝার সুযোগ হিসাবে দেখা হয়।

লিলির সহানুভূতিশীল নেতৃত্বের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সারা বিশ্বের নেতাদের অনুপ্রাণিত করে। রাজনীতিকে কীভাবে ইতিবাচক পরিবর্তনের শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আবর্তন পদ্ধতির স্বীকৃতি লাভ করে।

যাইহোক, আভালোরার নেতা হিসাবে লিলির সময় শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছিল। দ্য রোটেশনের নিয়ম অনুসারে, একজন নতুন নেতা বেছে নেওয়া হয়েছিল, এবং লিলি তার ফার্মে ফিরে আসেন, এই জ্ঞানে সন্তুষ্ট যে তিনি মেয়াদে একটি পার্থক্য তৈরি করেছিলেন।

কিন্তু আভালোরা লিলিকে ভোলেননি। তার উত্তরাধিকার বেঁচে ছিল, এবং তার নেতৃত্বের বীজ ফল দেয়। আভালোরার নাগরিকরা সহানুভূতি, অন্তর্ভুক্তি এবং জনগণের সেবা করার অকৃত্রিম ইচ্ছার রূপান্তরকারী শক্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

পরবর্তী বছরগুলিতে, লিলির পদাঙ্ক অনুসরণকারী নেতারা তার আদর্শকে গ্রহণ করতে থাকে। তারা স্বীকার করেছিল যে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যক্তিগত লাভের মধ্যে নয় বরং সাধারণ মঙ্গলের সাধনায়। ঘূর্ণন ব্যবস্থা অগ্রগতি, সম্প্রীতি এবং আশার অবিরাম পুনর্নবীকরনের সমার্থক হয়ে উঠেছে।

অ্যাভালোরা সাফল্য লাভ করেছে, এমন একটি বিশ্বে আলোর বাতিঘর হয়ে উঠেছে যা প্রায়ই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অন্ধকারে ছেয়ে যায়। গণতন্ত্রের পরীক্ষাটি সফল প্রমাণিত হয়েছিল, জনগণকে মনে করিয়ে দেয় যে রাজনীতি, এর মূলে, ক্ষমতা সম্পর্কে নয় বরং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে সম্মিলিত যাত্রা সম্পর্কে।

এবং তাই আভালোরার রাজ্যে, রাজনীতি একটি বিভাজনকারী শক্তি হিসাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এটি একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছে, যেখানে নেতৃত্ব একটি ভাগ করা দায়িত্ব ছিল এবং একটি উন্নত সমাজের অন্বেষণ ছিল একটি চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতি।

সিরাজুন মুনিরা
একাদশ, রোল: ৩২০৯

'সময় পাই না'-কথাটি পরিত্যাগ করা

অনেক সময় অনেকে বলে যে, "আমি সময় পাই না। আমার হাতে কোনো সময়ই থাকে না, আমি কাজে ব্যস্ত থাকি" ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর দুনিয়ায় কী সেই একমাত্র বান্দা যাকে আল্লাহ পৃথিবীর সকল ব্যস্ততা দিয়েছে? না তো। আল্লাহ তো কিছুই করে নি বা বলেও নি। আল্লাহ সবাইকেই ব্যস্ততা দিয়েছেন। তাহলে আমি যদি নিজের কাজের বাইরেও বিভিন্ন কাজ করে নিজের প্রতিভা প্রকাশ করতে পারি তাহলে আপনি কেন পারবেন না! আল্লাহ আপনার মধ্যেও সুপ্ত প্রতিভা দিয়েছেন। আল্লাহ তো এমনটাও করেননি যে দিনে আমার জন্য ৪৮ ঘন্টা সময় বরাদ্দ করেছেন আর আপনার জন্য ২৪ ঘন্টা বরাদ্দ করেছেন। আল্লাহ সবাইকেই এ সময়ের মধ্যেই আপনাকে নিজের কাজ করতে হবে। আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, পরিবারকে সময় দিতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রম এ নিজেকে সক্রিয় করতে হবে। আপনার হয়তো মনে হতে পারে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এতগুলো কাজ কী করা সম্ভব? শুধু ইচ্ছা থাকতে হবে আর অযথা সময় নষ্ট করা বন্ধ করতে হবে। সময় খুঁজে বের করে সময়ের মধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

"আলহামদুলিল্লাহ ভালো" বলার অভ্যাস করা

কিছু মানুষ আছে তাদেরকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করবেন তাদের একটাই উত্তর হয় এবং সেটা হচ্ছে 'আমি ভালো নেই।' এবং তার কারণ হিসেবে তাদের সাংসারিক জীবনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা শারীরিক সমস্যার কথা তারা বলে থাকে। সবার জীবনেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে বা থাকে। সেটা আমাদেরকে ইতিবাচকভাবে নিতে হবে। আমরা যদি বলি 'আমি ভালো নেই' সেটা আমাদের মনে খারাপ ভাবে প্রভাব ফেলে, মনকে নিস্তেজ করে দেয়। আমাদের মনের জোর কমে যায়। যা আমাদেরকে আরো বেশি অসুস্থ করে দেয় মানসিকভাবে। তাই আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সকল সমস্যাগুলোকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে আমরা যদি বলতে পারি যে, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি' তাহলেই দেখতে পাবেন যে আমাদের মনে জোর পাবে। এমনিক আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে অনেক সমস্যার সমাধান দিবে। আপনার থেকেও প্রচন্ডখারাপ পরিস্থিতিতে অনেকে থাকে যাদের হাত-পা নেই, যাদের সংসারে অভাবে শেষ নেই। তাদের মুখ দিয়ে যদি এই কথা বের হয় যে, 'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি' তাহলে, তাদের থেকে হাজার গুণ ভালো থেকেও আপনি কেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারবেন না? আপনি ভালো আছেন এই কথা আপনি স্বীকার করতে পারবেন না? তাই নিজেদের পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন সবসময়ই বলা উচিত যে, 'আলহামদু-লিল্লাহ, আমি ভালো আছি।'

সবসময় নিজেকে উৎসাহ দেয়া

আপনি যতো বড় বিপদেই পড়েন বা যত কঠিন পরিস্থিতিতেই থাকুন না কেন সবসময় নিজেকে উৎসাহ দিবেন। নিজেকে নিজে উৎসাহ দেওয়ার গুণটা সবার থাকে না। যার থাকে সে জানে এটা কত বড় উপকারে আসে। আমি যখনই এমন কোনো সমস্যায় পড়ি। সেটা কারো সাথে শেয়ার করতে পারব না বা কেউ সমস্যাটার সমাধান করতে পারবে না। তখন নিজেকেই নিজে বলি, Come on সিরাজুম মুনিরা, এইটুকু একটা প্রবলেম নিজে Solve করতে পারবা না!!! এখানে না পারার কি আছে??? তুমি চেষ্টা করলেই পারবা। শুরু করে দাও। ইনশাল্লাহ, তুমিই পারবা সিরাজুম মুনিরা। এভাবে নিজেকে উৎসাহ দিলে আপনা-আপনি মনে একটা জেদ চেপে যায় যে আমাকে পারতেই হবে। আর আপনার কাজটা না পারা থেকে পারাতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে একই সমস্যায় আবার পড়লে আপনি খুব সহজে সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন। আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা দিবে।

মা

ইমন শীল
বি.এ, ১ম বর্ষ(২০-২১), রোল: ৭২০২

সৃষ্টির সূচনা থেকে মায়ের মতো ভূমিকা বর্তমান অব্দি কেউ রাখতে পারেনি। সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি হলেন মা। গর্ভ থেকে শুরু করে যত যন্ত্রণা তিনি সহ্য পেলেন তা অন্য কোনো সম্পর্কের মাঝে সম্ভব নয়। সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীতে মা অসংখ্য জ্ঞানী-গুনী, কবি-সাহিত্যিক সহ মহামানবের জন্ম দিয়েছেন। যাদের জন্য বিশ্ব আজ এত সুন্দর। যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে পাশে থাকেন এই মা নামের মহিলাটি। মরণব্যাধি রোগে যেখানে মানুষ দেখতে যায় না সেখানে মা সেবা করেন। সারিয়ে তুলেন ভয়ঙ্কর রোগ। গড়ে তুলেন আদর্শ মানব যাতে পুরো জাতি উপকৃত হয়।

মায়ের দোয়ায় তৈরি হয়েছিল বায়েজিদের মতো মানব। মায়ের হাতে গড়ে উঠেছিল মহানবীর মতো শ্রেষ্ঠ নবি। মায়ের যত্নে আলোকিত করেছে জগতকে থমাস আলভা এডিসন মায়ের কাছে যুগের পর যুগ তৈরি হয়েছিল ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত সন্তান। যারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে মহিমার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। দুনিয়ার সমস্ত কিছুর আদর ভালোবাসা একদিকে, মা নামের সম্পর্কের ভালোবাসা তদারকি অন্যদিকে। যার ভালোবাসা যত্নের কাছে পুরো ছায়াপথ ব্যর্থ। এই একান্ন কোটি কিলোমিটারের বসুন্ধরায় কোনো জায়গায় খারাপ পরিস্থিতিতে থাকলে আটশো কোটি মানুষ থেকে প্রথমে মায়ের বুক কেঁপে উঠে। শুরুতেই তাঁর হৃদয়ে আঘাত হবে। এই যেন সৃষ্টকর্তার এক লীলাখেলা। একটা গোপন সুতোয় যেন আটকে দিয়েছের মায়ের অন্তরদেশের সাথে।

সাহারা মরুভূমির মরুধ্যানে বিনা ছায়ায় থাকা সম্ভব কিন্তু মায়ের আঁচল ছেড়ে থাকা সম্ভব না। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে ভিঙি নৌকায় চড়া সম্ভব যদি মায়ের আর্শীবাদ থাকে সঙ্গে। কঠিন তৃষ্ণায় পানি পান করে হৃদয়ে যে শান্তি লাগে মায়ের হাসিমুখ, চেহারা তার চেয়ে সহস্রগুণ শান্তির। মা মাঝে মাঝে মিথ্যা বলেও স্বস্তি অনুভব করে। তিনি বলেন আমি খেয়েছি তোমরা খাও। অথচ তিনি খাননি। মাংসের ছোট টুকরো প্লেটে নিয়ে বড় টুকরো আমাদের প্লেটে তুলে দিয়েও তিনি সুখ পান। নিজের চিন্তা না করে আমাদের চিন্তা বেশি করেন। কঠোর পরিশ্রম করেও তিনি ক্লান্ত হোন না সন্তানসন্ততির জন্য। গভীর রাতে উঠে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য ক্রন্দন করতে থাকেন।

একদিন রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায় কান্নার আওয়াজ শুনে। চোখ মেলে দেখি অন্ধকার পুরো বাড়ি। কান তুলে শব্দ আসে কোথায় থেকে? তিন ন্যানো সেকেন্ড ধরে ফেললাম এটাতো মায়ের কণ্ঠ। যে কণ্ঠে আমার জন্য রহমত খুঁজতে ব্যস্ত মহান রব থেকে। আমাকে যাতে শান্তিতে রাখে সেই কামনায় অধিপতির কাছে হাত পেতেছেন। নিরব তিমিরে আমার চোখের জল এসে গড়িয়ে পড়ে বুকে। তিনি মা যার সাথে ভূ-খন্ডের কারো উপমা হয় না। তিনিই মা যিনি ছেলেমেয়ের হাসিতে হাসেন কান্নাতে কাঁদেন। তিনি মা যিনি ছেলেমেয়ের সফলতায় চোখ ভেজান আনন্দময় অনুভূতিতে। এই সবুজ গ্রহের সমস্ত মাকে আল্লাহ ভালো রাখুক। যারা হারিয়ে গেছেন মনিবের ডাকে তাঁদের জান্নাত দান করুক।

গল্প

অনিলা

নিশাত তাবাস্সুম (মৌমিতু)
একাদশ, মানবিক, রোল: ৪১৪৫

ট্রেনের ঝাঁকুনি ও জানালা ভেদ করে ভেসে আসা বাতাসে মাঝে মাঝে ঘুম এসে কড়া নাড়ছে। তবুও চোখ টেনে বসে আছি। বাদামের খোসা ছাড়তে ছাড়তে অনিলা বললো, "তারপর বলো কেমন আছো" আমি পথের পাঁচালীর শেষ পরিচ্ছদটা পড়ছিলাম আর মাঝে মধ্যে ঘুমের ঘোরে ঝিম কাটছিলাম, বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে অন্যমনস্ক হয়ে ঘাড়টা ঘুড়িয়ে বললাম, এইতো আছি বেশ। অনিলার মুখে বোধ হয় রাগের ছাপটা পড়েছিলো। আমি অবশ্য খেয়াল করিনি। তারপর কয়েক সেকেন্ড গম্ভীর ভাব ধরে বললো "উপন্যাসটা বোধ হয় তোমার খুব প্রিয়?" আমি একগাল হেসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম হুম ভালোইতো লাগছে। কেন, তুমি কি এটা আগে পড়েছ? অনিলার কপালে ভাজ পড়েছিল, সেই ভাজটা এবার মিলিয়ে গেল, মুখে একটা আদুরে ভাব এনে বলল, পড়েছি বৈকি উপন্যাসটা দারুন আমার ছেলেবেলার কথামনে করিয়ে দেয় আচ্ছা তোমার কী সেই রাজবংশী দীঘির কথা মনে পড়ে, দীঘির পাড়ে সে কুলগাছটার কথা মনে পড়ে? একবার কুলগাছটায় তোমার পা কেটে গিয়েছিলো। তারপর তোমার সেকি কান্না। এই বলে অনিলা থামলো অনিলার মুখে আবারো ভাজ এবার মুখটা মলিন করে মলিন তার সুরে বললো, অপু দুর্গার ছেলেবেলাটি আমাদের ছেলেবেলার মতো। তবে দুর্গার কারা যাওয়াতে আমি কষ্ট পেয়েছি খুব? আমি বললাম, "হুম" অনিলা হুট করে আমার উপর চটে গিয়ে বললো এই ছেলে তোমার কি কান্ডজ্ঞান নেই? একটা মেয়ে বসে আছে আর তুমি তার সামনে বসে সমান তালে সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছো? আমি এবার সত্যিই লজ্জিত হয়ে গেলাম। সিগারেটে টা পায়ের তলে পিসে বললাম, ওহ স্যার আমিতো খেয়াল ই করিনি। ইটস ওকে আমার ধোয়াতে তেমন একটা সমস্যা হয় না, তবে আগুনে শিখা অসহ্য লাগে ওহ, তাই বুঝি।

অনিলা অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। যাক, সে কথা প্রায় ৫ বছর পর মামা বাড়ি যাচ্ছি। প্রতিটা শিশুরই মাতুলায়ের প্রতি আলাদা একটি নাড়ির টান থাকে, যেটা বিভিন্ন স্মৃতিচারণের সময় ভেসে উঠে। আর শৈশব কিশোর কিংবা যৌবনে যদি অনিলার মতো একজন থাকে। তাহলে সে স্মৃতি কখনোই ভোলা যায় না। পড়াশোনা শেষে চাকরি -বাকরির ব্যস্ততার কারণে এতদিনে মামা বাড়িতে আসার সময় হয়ে ওঠেনি। অনেকদিন পর সপ্তাহ খানেক অবকাশ মিলেছে, তাই আজ সকালের ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেনটার ঘটর ঘটর আওয়াজ, যাত্রীদের চেচাঁমেচির জন্য মেজাজ বিগড়ে যায় সে জন্য একটি ফাস্ট ক্লাস কামরায় উঠে বসলাম। অন্তত যাত্রীদের অযাচিত চেচাঁমেচি আর হকারদের হাঁকডাক থেকে বাঁচা যাবে। ট্রেনের দরজা ভেতর থেকে আটকানো। বাহির থেকে হকার ঢুকতে পারবে না। কামরায় একাই ছিলাম, তাই নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য উপন্যাসটা বের করলাম। অপু-দুর্গার দুরন্তপনার ছেলেবেলা ভালোই লাগছে। আপন মনে সেদিকে চোখ বুলাচ্ছি। বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর ঘটনাগুলো আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, হঠাত অনিলার কথা মনে পড়ে গেলো। যাকে আমি অনি অনি বলে ডাকতাম। মামার বাড়িতে যে কয়দিন থাকতাম সারাক্ষণ অনির সাথেই খেলতাম। সারা দুপুর দুজনে বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বুনো বড়ই আর বৈচি ফল কুড়িয়ে বেড়াতাম। বিকেল হলেই প্রতিদিন বসতো চড়ুইভাতির আড্ডা। কখনো কখনো আম বাগানে অথবা পুকুরপারে সবাই মিলে গোল্লাছুট, লুকোচুড়ি, খেলায় মেতে উঠতাম। খেলায় বেশির ভাগই অনিলা থাকতো আমার দলে। আমার পক্ষ নিয়ে কতদিন যে অন্যদের সাথে ঝগড়ায় মেতে উঠেছিলো। আর আমি চেয়ে চেয়ে শুধু অনিলাকে দেখতাম। আহা কতো বোকা ছিলাম তখন। কেন যেনো তখন ওই মায়াবী চোখের মায়ায় পড়ে ও পড়িনি। সে মায়া এখন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

শৈশবের স্মৃতি গুলো এখনো আমাকে দেখা দিচ্ছে। সোনালী স্মৃতিগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম এমন সময় দরজার কঠোর বাড়ির আওয়াজ আমার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করলো কে যেনো বাহির থেকে দরজা খোলার আকুতি জানাচ্ছে। বিষয়টা বড়ই বিরক্তিকর হঠাত করে মধুর স্মৃতি থেকে আমাকে টেনে বের করায় আমার মেজাজটা বিষিয়ে উঠলো। প্রথমে পাত্তা দিলাম না। ভাবলাম হয়তো কোনো হকার না খোলার সিদ্ধান্তই নিলাম। পড়ে অতিরিক্ত ধাক্কা ধাক্কির আওয়াজে মনে কৌতুহলের ছায়া আবদ্ধ হলো। কোনো সাহায্যকারী ও হতে পারে। যদি বাজে কাজে কেউ বিরক্ত

করে তবে ছেড়ে কথা বলবো না। বইয়ের পাতাগুলো বন্ধ করে সিটের উপর রাখলাম। হাতে ঘুষি পাকিয়ে দরজার কাছে গেলাম। যেই হোক, রফা-দফা করতেই হবে। ক্রোধ আর কৌতূহলে মাথায় ভৌ করে উঠলো। দরজা খোলার জন্য প্রস্তুত প্রায় এমন সময় একটা মেয়েলি সু-পরিচিত কণ্ঠ আমার কর্মকুহরে আসলো। কে যেনো আমার নাম ধরে ডাকছে দরজার ও পাশ থেকে কে হতে পারে? এই অচেনা জায়গায় আমার নাম ধরে ডাকছে। কৌতূহল আরো কয়েকগুন বেড়ে গেলো। দরজা খুললাম। প্রথমে ঠাহর করতে পারিনি বিস্ময়ে পড়ে গেলাম এতো দেখছি অনিলা, আমার ছেলেবেলার অনি।

সাদা সেলোয়ার আর লাললিপস্টিকে ওর সৌন্দর্য যেন চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। সেই খোঁপায় বাঁধা গাঁধা ফুল সেই সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে আরো কয়েকগুণ আমি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম। অনি হাতে এক ঠোঙ্গা চিনা বাদাম হাতে হাঁসতে হাঁসতে ভেতরে ঢুকলো। আমি দরজা এঁটে অনির সামনে বসে বললাম তুমি? সে একগাল হেসে বললো, চিনতে পেরেছো তবে। হাতে বইটা নিয়ে পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললাম নাচেনার কি আছে? তুমি হঠাৎ এভাবে আগমন ঘটালে? আর আমি যে এ কামরায় তা কেমনে জানলা? অনিলা বললো 'আস্তে'। এরপর একগাল হেসে বললো, তুমি যখন ট্রেনের টিকেটটা কাটছিলে তখনই তোমাকে দেখেছি আমিও একগাল হেসে দিলাম। বইটা বন্ধ করে বললাম, এদিকে কোথায় গিয়েছিলে? অনিলা অন্যমনস্ক হয়ে বাদাম চিবুচ্ছিলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, যাব আর কোথায়? আমার এখন কাজই সারা বাংলাদেশ বিতরণ করে বেড়ানো মানে? তোমার কথাটা ঠিক বোঝলাম না?

থাক বোঝার প্রয়োজন নেই। না বোঝাই উত্তম।

এই বলে বাদামের ঠোঙ্গাটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নাও ধরো বাদাম খাও।'

-না খাবো না।

'হুম। তুমি বোধ হয় আমাদের ঔই দিকেই যাচ্ছে?'

-হুম।

অতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়লো? এই পাঁচ বছরে কি একদিন ও এই অনির কথা মনে পড়েনি?

আমি ইতস্তত হয়ে গেলাম। কি বলবো। ভেবে গেলাম না আসলে পড়াশোনার শেষে চাকরির ঝামেলায় এদিকে আসা হয়নি। তাছাড়া গত ৪ বছর পড়াশোনার কারণে সিঙ্গাপুর থাকায় এদিকে আর আসা হয়নি। তেমন একটা খোজ খবর ও নেওয়া হয়নি। আমি বললাম। অনিলার চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যে চোখে কোনো রাগ নেই শুধুই মায়া। শুধুই ভীরুতায় ভরা। যে মায়া আর ভিরুতা আমাকে প্রেমে আটকে ফেলেছিলো। যার রেশ এখনো বয়ে বেড়াচ্ছিলো। আমার মন, প্রাণ জুড়ে। তবে আমি আজীবনই অভাগা, মুখচোরা, যার খেসারত আমাকে বার বার দিতে হয়েছে। কেন সেদিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি অনিলাকে ভালোবাসার কথাটা। অবশ্য অনিলাই ছেলেবেলায় আমাকে বলেছিলো। আমরা বড় হলে প্রেম করবো একথা শোনার পর থেকে লজ্জায় আমি আর অনিলাদের বাড়িতে যাইনি। অনিলাকে দেখলেই লজ্জা পেতাম। লাল গাল হয়ে যেতো আমার। আর অনিলা মুখ টিপে হাসতো। অনি আমার কল্পনায় ভাটা ফেললো। বলে উঠলে কি মশাই জেগে জেগে ঘুমাচ্ছ নাকি?"

একগাল হেসে বললাম, 'আরে নাহ...তোমার কি অবস্থা?'

এখন কি করছো?

-এইতো আছি, একা একা ঘুরছি ফিরছি।

'তোমার কথার আগা মাথা কিছুই বুঝছি না, একটু খুলে বলো।'

'বাদ দাও তো। বলো তোমার কি অবস্থা?'

আমি একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বললাম, 'এইতো পড়াশোনা শেষ করে একটা চাকরি করছি।'

অনিলার কপালে একটা চিন্তার বলিরেখা টের পেলাম। বাদামের ঠোঙাটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'বিয়ে করোনি?'

-নাহ।

ওহহ

ট্রেন আপন গতিতে ঘুরছে জয়দেবপুরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলছে সুন্দরপুরের দিকে। জানালা ভেদ করে হু হু করে বাতাস ঢুকছে। শরীরে একটা মাতলামো ভাব জেগে উঠেছে। বেলা গড়িয়ে দুপুরের পথে। মাঠের চাষারা ক্লান্তির রেশ কাটাতে গাছের ছায়ায় গামছা বিছিয়ে বসে আছে। পক্ষিকুলেরা গাছের শাখায় বসে কলকাকলিতে মুখর। নিদ্রার দেবী আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে। ঘুমের মাতালভাব ক্রমেই আমাকে বশীভূত করে তুলেছে। অনিলার সাথে তেমন কথা হলো না। ঘুম যখন ভাঙলো বেলা তখন পশ্চিমে গড়িয়েছে। সমস্ত গা জুড়ে ঘুমকাতুরে অলসভাব জুড়ে আছে। চোখ কচলে দেখি অনিলা নেই। সামনের সিটে কয়েকটা বাদামের খোসা এলোমেলো ভাবে ছড়ানো, বাতাসের ঝাপটায় খোসাগুলো এলো পাতাড়ি দুলছে। মনে হচ্ছে ক্ষণকাল আগেও কেউ এখানে বসে ছিলো। তবে হঠাৎ অনিলা কোথায় গেলো? নাকি কোনো স্টেশনে নেমে পড়েছে? নাকি এতক্ষণ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলাম?

মাথার ভেতর সব ঘুরপাক খাচ্ছে।

চোখে কি কোনো ধাঁধাঁ দেখছি নাকি? এতক্ষণ কোনো মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলাম কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

হঠাৎ বাদামের খোসার ভীড়ে একটা কানের দুল আমার দৃষ্টিটাকে আটকে দিলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম দুলটাকে চেনাচেনা লাগছে। কোথাও যেন দুলটাকে দেখেছি। হয়তো বা কোনো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। হ্যাঁ একবার বৈশাখী মেলায় এমনই একজোড়া দুল কিনে দিয়েছিলাম অনিলাকে। তাহলে বোধ হয় সত্যিই অনিলা এসেছিলো।

মাথাটা ভোঁ করে ঘুরে উঠলো। হৃদকম্পনটা বেড়ে গেলো

বুকের ভেতর অজানা একটা চিনচিন ব্যাথা জেগে উঠলো।

দুলটাকে বুক পকেটে রেখে ঝিম ধরে বসে রইলাম। মৃদু একটা ঝাঁকুনিতে সম্বিত ফিরলো।

ট্রেন থেমে গেছে বাহিরে কুলির হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় গন্তব্যে এসে গেছি। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মামাবাড়িতে পৌঁছালাম। এই পাঁচ বছরে গ্রামের অনেক পরিবর্তন এসেছে। একসময় যে রাস্তাটা ধুলো কাদায় ডুবে থাকতো সেটা এখন পিচঢালা সড়ক। রাস্তার দুধার জুড়ে শীল কড়ই গাছের সাঁরি। রাজবংশী দীঘিটা শুকিয়ে এসেছে। দিঘীর উত্তর পাড়ের বেতবনটা কেটে ফেলা হয়েছে। ওখানে বোধ হয় কেউ বাড়ি করেছে। ফিলামেন্ট বাল্বের হলুদ আলো জ্বলছে ওই বাড়িতেই পাঁচ বছরের ব্যবধানে গ্রামটা এখন চেনা দুষ্কর। মামা বাড়িতে পৌঁছে সবার সাথে কুশল বিনিময়ে শেষে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। মামাতো ভাই সুমনের কাছে এই পাঁচ বছরের পরিবর্তনের গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ অনিলার কথা মনে পড়ে গেল। সুমনকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা অনিলার খবরাখবর কী রে? এখন কী করে? আমার কথায় সুমন রীতিমত ভড়কে গেলো। খানিক্ষণ হা করে থেকে বললো অনিলা মানে? কোন অনিলা?

আমি একগাল হেসে বললাম, আরে আমজাদ মামার মেয়ে অনিলা। একসাথে ট্রেনে আসলাম অনেক পথ কিন্তু আমাকে না বলে কোথায় নেমে গেছে বুঝতে পারিনি।

সুমনের চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললো, 'বলো কি? অনিলাকে দেখবে কিভাবে? অনিলাতো সেই ৫ বছর আগে মারা গেছে।

এবার আমি ভড়কে গেলাম। বিস্ময়ের বলিরেখা এখন আমার সমস্ত কপাল জুড়ে। আমি অনেকটা চেঁচিয়ে উঠলাম মানে?

হ্যাঁ, পাচঁ বছরে আগে সখিপুরে এক বনেদি পরিবারে বিয়ে হয়েছিলো অনিলার। কিন্তু বিয়ে দুদিন ও টিকেনি। অনিলা নাকি কাকে ভালোবাসতো। কিন্তু কোনোদিনও সেই ছেলেটার নাম বলেনি। হতভাগী বিয়ের পরেরদিন পালিয়ে এসে রাজবংশী দিঘিতে গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মরেছিলো। আমি চুপসে গেলাম। উফ্ তাহলে কি সারাপথ আমি? মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। যন্ত্রণায় কপালটা টন টন করছে। পকেট থেকে দুলটা বের করে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম দুলটার দিকে।

মাকে মনে পড়ে

মৌ দে

মাতা কি ধন
রক্তের বাঁধন
বুঝিনি তখন
বুঝেছি এখন
যখন তিনি নিয়েছেন নিজ গৃহে ঠাঁই।

কি বুঝলেন, কিছুই বুঝলেন না। আর বোঝার কথা ও নয়। আমি বলছি আমার ছোট মনের কষ্টের কথা।

যখন আমার ২০২১ সালে S.S.C পরিক্ষা ঠিক তখন ২ মাস আগে আমার মায়ের মৃত্যু হয়। দিনটা ছিল ৬ই জুন ২০২১। এইদিন টা আমার জীবনের কালোরাত ছিল। আমার পরিবারে সদস্য সংখ্যাছিল ৪ জন। তবে মায়ের মৃত্যু হওয়াতে ৩ জন হয়ে গেলাম। আমরা তিন জনেই ভীষণ একা হয়ে গেলাম। এ মৃত্যু আমার কাছ থেকে মা কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ২০২০ সালে প্রত্যেকটা দেশে একটি মহামারি রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল, তার নাম হলো করোনা। না জানি কত সন্তানদের আদর স্নেহ, ভালোবাসা সব এই করোনা ধ্বংস করে সন্তানদের ও তাদের প্রিয়জনদের কাঁদিয়ে মৃত্যুর মুখে নিয়ে গেল। মৃত্যু জিনিসটা বোঝার মতো ক্ষমতা তখন আমার ছিল না, ভাবতাম মা তো আমার পাশেই আছে। তবে যখন ধীরে ধীরে এতটুকু বুঝতে শিখেছি, মা তো আমার পাশে নেই। মাকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক তখনই আমার জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ভাই-বোন বলতে আমার একজন বড় ভাই আছে। মা মারা যাওয়ার পর সব থেকে বেশি কষ্ট হয়েছিল আমার বাবার। মাঝে মাঝে বাবাকে দেখতাম মায়ের ছবির সামনে দাড়িয়ে কাঁদতে। আমি প্রায় বাবাকে বলতাম, সবার মা রাত হলে বাড়ি ফিরে আসে। আমার মা কেন আসে না? আমার মা কোথায় থাকে.....?"

বাবা উত্তরে কিছুই বলতো না। নিরবে চোখের পানি ফেলত। এখন আমি অনেকটা বড়। সব কিছুই বুঝি।

বাবা আমাকে কখনো মা হারানোর কষ্ট বুঝতে দেয়নি। সব সময়ই আমাকে বন্ধুর মতো আগলে রাখে।

আজ আমার কাছে মা হারানোর কষ্ট যেমন হয়েছে, তেমনি ভালো মন্দ পাওয়ার আনন্দও রয়েছে। তবু ও কোথা ও যেন একটু ফাঁক থেকে গেল।

পরিশেষে একটা কথাই বলব, সেখানে থাকো মাগো, ভালো থেকো। তোমাকে অনেক মিস করি।

মৌ দে
দ্বাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ৩০৮৫

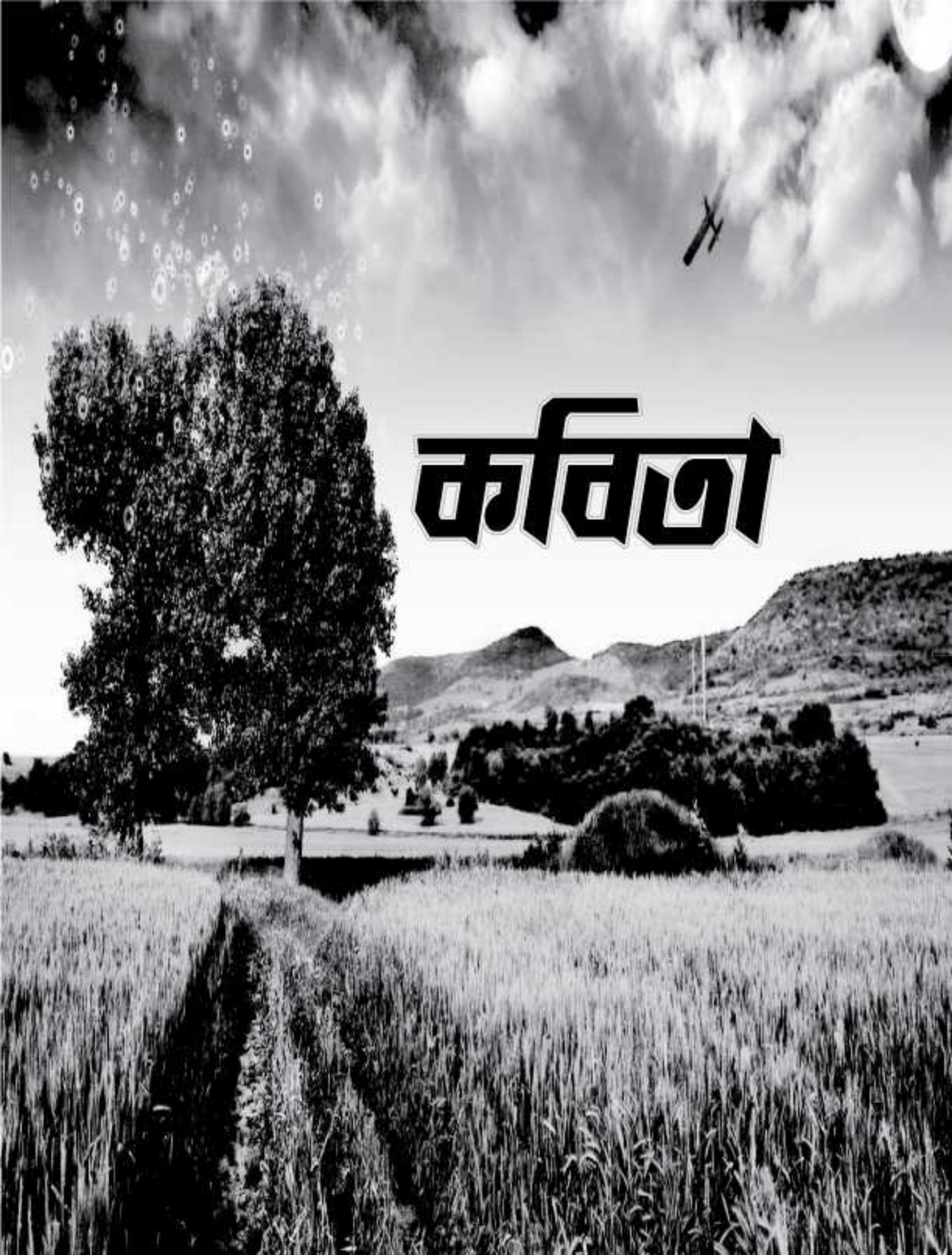
कविता

Arif Mouin Uddin Khan
Assistant Professor, Depertment of English

Let Me Be Happy

I know you don't like me
But,please,reciprocate my smile
Not to make it futile.
I believe your response
Will be out of courtesy
Yet,it will lead me to
An inexplicable stage of ecstacy.
You don't know the power
Of your (efforted) smile
Which inspires me to cross thousands of miles.

Nothing to Lose

Rays from the sun
Rays from your eyes
Together look so nice!
Words from your voice
Songs from the album of my choice
Do not let me have poise.
Your smile makes me elavated
For your sorrows,my joys become faded.
Let's start for the same destination
To be Romeo and Juliet's incarnation.
Our success will lead to a happy story
Failure will turn into a memorable history.
Whatever be the result
We must live in the successors' heart.
Gain will be enjoyment
Loss will be achievement.

স্বাধীনতার সুর

সায়েদ ইব্রান নাসিফ
ডিগ্রি ২য় বর্ষ, রোল: ৫২৫৬

সমগ্র বিশ্বের বুকে আমরাই
শিক্ষা, শান্তি-প্রগতির জীবন্ত প্রতিমা,
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির আদর্শে
আমরা প্রণিত হই সর্বদা।

আমরাই করেছি ভাষা আন্দোলন
স্বাধীনতার যুদ্ধ একাত্তর,
পেয়েছি স্বদেশ, স্বাধীনতার- সুর
এদেশ থেকে শত্রু করেছি দূর।

মানুষ

রুমানা আক্তার বৃষ্টি
একাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ৩১৭৩

মানুষ একটা মাংসপিণ্ড
যার ধারক কঙ্কালদণ্ড
তার অপব্যবহার লিপ্ত আজ
মানুষ পাষণ্ড।
কারো পথ অন্ধকার
কারো পথ আলো
তাদের মাঝে ভিন্নতা হল
কেউ খারাপ, কেউ ভালো।
কেউ আবার স্বার্থপর
বোঝে নিজের স্বার্থ,
সবাই তখন পর হয়ে যায়
যখন থাকে অর্থ।
এই পৃথিবীর সবাই এখন
টাকাকেই ভালোবাসে।
চুরি, ডাকাতি যেভাবেই হোক
যদি কিছু আসে।
ধনী গরিব সবাই সমান
তুলনা যেন না আসে
শিখিয়ে দাও এই পৃথিবীকে
দাঁড়িয়ে দুঃখীর পাশে।
মানুষের মতো মানুষ হও
করোনা এতে দ্বিধা,
কাওকে ভালো মানুষ হতে
দিওনা কভু বাধা।

তুমি ডাক দিলে

মোহাম্মদ রাকিব উদ্দিন সোহান
দ্বাদশ, রোল: ৪০২৪

একবার ডাক দিয়ে দেখো আমি কতোটা কাঙাল,
কতো হুলস্থুল আজন্ম ভেতরে আমার।
তুমি ডাক দিলে
নষ্ট নষ্ট সব নিমিষেই ঝেড়ে মুছে
শব্দের অধিক দ্রুত গতিতে পৌঁছুবো
পরিণত প্রণয়ের উৎসমূল ছোঁব।
পথে এতোটুকু দেরিও করবো না।
তুমি ডাক দিলে
সীমাহীন খাঁ খাঁ নিয়ে মরূদ্যান হবো,
তুমি রাজি হলে
যুগল আহলাদে এক আশ্রম বানাবো।
একবার আমন্ত্রণ পেলে
সবকিছু ফেলে
তোমার উদ্দেশে দেবো উজাড় উড়াল,
অভয়ারণ্য হবো কথা দিলে
লোকালয়ে থাকবো না আর
আমরণ পাখি হয়ে যাবো।
মৌনতা তোমার উপভোগ করবো

সোনালি শৈশব

সুদীপ্ত দে
একাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ০৭৩

পুকুরেতে মাছ ভরা, গোলা ভরা ধান,
খুশিতে নাচতো যেন আমার পরাণ।
ছিলনা যে রেষারেষি শৈশবের দিনে,
মিলেমিশে থাকা ছিল মানুষের ভালোবাসা মনে।
ভেদাভেদ ছিলনা চলতো খুশি মনে,
শত ব্যথা ভুলে চলতো, সকল জনে।
পৌষ মাসে সবাই মেতে ওঠতো পিঠা পুলি রসে,
সকলে মিলে খেতো আপনজনদের সাথে বসে।
খোলা বিলে কাবাডি খেলতো সকলে মিলে,
দারুন উচ্ছ্বাস বিরাজ করতো খোলা সেই বিলে।
বৈশাখে মাঠে ঘাটে বসতো কত মেলা,
নদী জুড়ে নৌকা খেলা, শেষ হতো বেলা।
শীত এলে খোলা বিলে হতো যাত্রাপালা,
বসতো যত মেলা, ঘুরতে যেতো বেলা।

তবুও বঙ্গবন্ধু তোমায় ভালবাসি

কাজী মোঃ এজাজুল ইসলাম
বি.এস.এস, বৈকালিক, রোল: ৮৩২৮

আমি নিজ চোখে দেখিনি তোমায়
দেখেছি তোমার ছবি
তবুও বঙ্গবন্ধু তোমায় ভালবাসি
নিজ কানে শুনেছি তোমার সু-মধুর কণ্ঠে র ধ্বনি,
১৯৭১ এর ৭ই মার্চের ভাষণ
তবুও বঙ্গবন্ধু তোমায় ভালবাসি
আমি নিজ চোখে দেখিনি তোমায়
ইতিহাসের পাতায় পড়েছি, শুনেছি তোমার সাহসের কথা
ঐ পাতা থেকে পড়েছি, শুনেছি এ বাংলা জুড়ে,
দেশ ও মানুষের জন্য তোমার অসম্ভব ভালবাসার কথা
ঐ পাতা থেকে পড়েছি, শুনেছি ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট তারিখে,
দেশ বিরোধী শত্রুদের হাতে বুলেটের আঘাতে তোমার মৃত্যু কথা
যখনি মনে পড়ে তোমার মৃত্যুর কথা
অশ্রু সিক্ত হয় আমার এই দু'নয়ন
তবুও বঙ্গবন্ধুর তোমায় ভালবাসি।

হে চট্টলার বীর

কাজী মোঃ এজাজুল ইসলাম
বি.এস.এস, বৈকালিক, রোল: ৮৩২৮

আলহাজ্ব এবি. এম. মহিউদ্দীন চৌধুরী'র স্মরণে

তুমি ছিলে চট্টলার বীর
তুমি ছিলে বীর মুক্তিযোদ্ধা
তুমি ছিলে চট্টলার সিংহপুরুষ
তুমি ছিলে রাজনীতির অভিভাবক
তুমি ছিলে অন্যায়ের প্রতিবাদী
তুমি ছিলে চট্টলাবাসির অহংকার
তোমার মৃত্যুতে সব কিছু হয়ে গেলো শূন্য
এমনি ভাবে না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার জন্য।

প্রিয় বিদ্যাপীঠ

এইচ এম মিজবা উদ্দিন
দ্বাদশ শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ৩১৪৪

প্রাণের স্পন্দন হৃদয়ের প্রেরণা,
তুমি সেই প্রাণের বিদ্যাপীঠ;
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

প্রথম যেদিন এসেছিলাম তোমার ধারে,
মেঘময় ঘন বর্ষায় বরণ করেছিলে আমারে।
প্রবেশ করেছিলাম জ্ঞানের সন্ধানে;
দেশের তরে, দেশের খেদমতে;
ছড়িয়ে পড়েছিলাম মানব কল্যাণে।

মুজিব আদর্শ লালন করে বুকে
বিদ্যাপীঠের সোনার ছেলেরা থাকছে
জনগণেল সুখে দুঃখে,
চট্টলার বুকে এক গৌরবের নাম'
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

ক্যাম্পাসের প্রতিটি আঙিনার ছায়ায়;
বারে বারে টানে আমায়।
গ্রীষ্মের রৌদ্র স্নানে, শীতের কুয়াশার চাদরে;
বর্ষার বৃষ্টি স্নানে, ডুবে যায় তোমার মায়ায়।

এই ক্যাম্পাসের ইতিহাস,
বহু বছরের রক্তে রাঙ্গানো শহিদ তবারক, শহিদ কামালের ইতিহাস।
এ ক্যাম্পাস রক্ত দিতে জানে;
প্রতিবাদ করতে জানে।

সময়ের বিবর্তনে,
সপ্নীল সোনালী বিদ্যাঙ্গন,
স্বমহিমাগুনে চট্টলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ।
তরুণ তরুণীর স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ,
সকলের চাওয়া পাওয়ার প্রতীক তুমি।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে রেখে
দেশরত্ন শেখ হাসিনার দেখানো পথে
দুর্বার, দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলছে বিদ্যাপীঠ,
কে তারে রুখে?
অকৃত্রিম ভালোবাসায় সিক্ত আমি তোমার প্রতি।

পাঠক

মোঃ হাসান
দ্বাদশ, মানবিক, রোল: ৪১০০

মোরগের ডাকে ফুটে সকাল,
পত্রিকা দিয়ে শুরু।
আমি পাঠক জেগে উঠি,
খবর আছে...খবর আছে..খবর তাজা ভেবে।
চায়ের চুমুক ঠোঁটে নিয়ে,
খবর পড়ি রোজ।
কখন জানি সময় হলো,
দ্বিপ্রহরে ভোজ।
দুপুর গড়িয়ে বিকাল এলো,
গল্পে যেন ঢুকি।
রূপকথার রাজ্যে নিজের স্বপ্ন যেন দেখি।
সন্ধ্যার আলো নিভে যেতে,
আর কিছু সময় বাকি।
দ্বিপ্রহরে শেষরাত্রি সাহিত্য নিয়ে থাকি,
কবে যেন আবার এলো ছড়ার নিদ্রানি।
আবার কবে ফুটবে সকাল,
ভোর হলো ভোর হলো ডাকবে পত্রিকার হকার।

পরীক্ষার হল

মোহাম্মদ মোবারক হোসেন
একাদশ, মানবিক, রোল: ৪০২৯

পরীক্ষার হল
নেই যেন কোলাহল
দুরু দুরু বক্ষে
বসে সবাই কক্ষে
হাতে আসে প্রশ্ন
কেউ খুশি কেউ বিষণ্ন
কেউ লিখে অবিচল
কারো চোখ টলমল
কারো হাত খাতায়
কারো হাত মাথায়
বাজে পরীক্ষার ঘন্টা
কেঁদে ওঠে মনটা
খাতা হয় হাতছাড়া
মনে পড়ে সব পড়া।

আমার বঙ্গবন্ধু

সাগর রশীদ (নিহাত)
দ্বাদশ, মানবিক, রোল: ৪১৩০

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি,
হে মোদের জাতির পিতা!

দেখিয়েছিলে বিশ্বকে তুমি,
এই বাঙালি জাতির ক্ষমতা।

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে,
করেছিলে আমাদের মুক্ত।

তাই আজ সকলে বলে উঠি,
পিতা তোমার ভঙ্গ।

জন্ম দিয়েছো একটি জাতি,
জন্ম দিয়েছো একটি দেশ।

শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছো,
আমাদের এই বাংলাদেশ।

তুমি বলেছিলে,
৭ কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি
আর এখন আমরা বলি,
১৬ কোটি বাঙালির ভালোবাসার তাজ তুমি।
তোমারি, বীরত্বে তোমারি সাহসিকতায়,
পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা।

তাই আমরা মনে প্রাণে বলে উঠি
লাল সবুজের পতাকায়,
পিতা তোমায় দেখা যায়।

লিখে দিলাম একটি নাম

সাবিহা ইসলাম
দ্বাদশ, মানবিক, রোল: ৪০৩৮

হে বাঙ্গালি জাতির পিতা,
কে বলেছে তুমি মৃত
কে বলেছে তুমি নাই?
ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে আমি
পিতা তোমায় খুঁজে পাই।
একত্র করেছিলে এই বাংলা মায়ের
বীর সন্তানদের,
তাদের হৃদয়ে দিয়েছিলে
শক্তি সাহস স্বাধীনতা সংগ্রামের।
তাই আজ চোখের বালিতে হৃদয়ের খাতায়
লিখে দিলাম একটি নাম
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

ভাল্লাগে না রোগী

দিবাকর দেব
একাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ৩০৭৬

আমি 'ভাল্লাগে না রোগী'
নিত্যদিন এই রোগে ভোগী!
আশেপাশে আছে যারা
সবাই দেখি সুখি
আর আমি ভাল্লাগেনায় ভোগী
বসে থাকতে ভাল্লাগে না
কথা বলতে ভাল্লাগে না
খেতে আমার ভাল্লাগে না
ভাল্লাগেনা ঘুরতে
জীবন যেনো বিষন্নতার কূয়া।
ভাল্লাগে না বৃষ্টি
ভাল্লাগে না রোদ
ভাল্লাগে না ছায়া
ছাইরা দিছি জীবনের মায়া।
কী যে আমি করি
আমি ভাল্লাগে না রোগী,
প্রতিটি মুর্হূত আমি এই রোগে ভোগী।

বাবা

মোহাম্মদ মোবারক হোসেন
একাদশ, মানবিক, রোল: ৪০২৯

ছোট্ট বেলায় বাইরে গেলে
ধরতাম বাবার হাত,
আদর করে কতো যত্নে
খাইয়ে দিতো ভাত
গরম পেলে হাত পাখাতে
বাতাস করে দিতো
ঘুমের মাঝে ভয় পেলে
বুকে জড়িয়ে নিতো।
মাটিতে না রাখতো বাবা
পিঁপড়া খাবে বলে,
হাঁটি শিক্ষা দিতো
কতো খেলার ছলে।
কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে
বলতো ওরে জান
অসুখ হলে বাবা আমার
হতো পেরেশান
নিজের যত স্বপ্ন আশা দিতো বিসর্জন,
মোদের সুখে রাখতে করতো কঠিন পরিশ্রম,
দুঃখ কষ্ট অভাব বাবাই রাখতো চেপে বুকে,
শত কষ্টের মাঝেও বাবা রাখতো আমায় সুখে,
নিজে ছিঁড়া জামা পড়ে দিতো নতুন জামা
ওগো দয়াময় আল্লাহ, তুমি বাবাকে করো ক্ষমা
নয়টি বছর হলো বাবা দেখিনা তোমায়,
অন্ধকার কবরে বাবা তুমি কেমনে আছো ঘুমায়
ইয়া রহমান রহিম তুমি
অধিক দয়াবান,
আমার বাবাকে ক্ষমা করে
বেহেস্ত করো দান।
অনেক বেশি মিস করি
বাবা তোমায়
ভালো থাকুক বাবা
বেঁচে থাকুক তার স্মৃতি।

সময়

রুমানা আক্তার বৃষ্টি
একাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ৩১৭৩

সময় চলে যাবে
সময় বলে দেবে
কখন, কোথায়, কবে
কী করতে হবে।
এই সময় অমূল্য
প্রাণের সমতুল্য
সময় যত যাবে
জীবন তত ফুরাবে।
সময় বুঝিয়ে দেবে,
কতোটা কর্মী হবে।
সময়ের মূল্য দিলে,
দিন যাবে হেসে খেলে।
সময়ের মধ্যে দিয়ে,
দিন যাবে ফুরিয়ে
কী করবে তখন
শেষ সময় আসবে যখন?
সময়ের মূল্য দিয়ে
থাকো সরণীয় হয়ে।

বই পড়া

গাজী হিজবুল বাহার মিশকাত
একাদশ, মানবিক, রোল: ৪১৭৪

বই পড়া ভারী মজা
মেনে নেবেই সত্যি,
যদি হয় বইগুলো
ছড়া দিয়ে ভর্তি।
ইংরেজী, বিজ্ঞান
পড়তে কী যে কষ্ট,
অংক আর ভূগোল
সময়টা যে নষ্ট।
গদ্যটা কিছুটা ভালো
নয়তো সে গম্ভীর,
পদ্যটা বুঝতে গেলে
মাথা করে শিরশির।
লাগে নাতো মন্দ
রূপকথা পড়তে,
তার চেয়ে ভালো লাগে
প্রজাপতি ধরতে।

কৌতুক

কৌতুক

আমরা জানি,
না পড়লে = ফেল
পড়লে = ফেল না
পড়লে + না পড়লে = ফেল + ফেল না [যোগ করে]
বা, পড়লে (1+ না) = ফেল (1+ না) [কমন নিয়ে]
বা, পড়লে = ফেল (1+ না)
(1+ না)
পড়লে = ফেল
(প্রমাণিত)

সকালে ধনী, বিকালে গরিব
উপর আল্লাহর কী বিচার।
সকালে ধনী, বিকালে গরিব
উপর আল্লাহ কী বিচার
ছোট বেলার ছাত্র ছিলাম, আজকে আবার টিচার।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
দ্বাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ৩০০৩

মাথা দিয়ে ইট ভাঙ্গার চেষ্টা!

মাথায় মারাত্মক আঘাত নিয়ে পল্টু গেছেন ডাক্তারের কাছে-

রোগী : ডাক্তার তাড়াতাড়ি কিছু করেন! শেষ হয়ে গেলাম!
ডাক্তার : কীভাবে এমন হলো?
রোগী : আর বলবেন না, বাড়ির কাজের জন্য পাথর দিয়ে ইট ভাঙছিলাম। সামনে দিয়ে স্কুলের মাস্টার যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "মাঝে মাঝে মাথাও কাজে লাগাও"
ডাক্তার : তো কী হয়েছে?
রোগী : তার কথা মতো পাথরের বদলে মাথা দিয়ে ইট ভাঙার চেষ্টা করলাম।

তাসলিমা আক্তার
রোল: ৩০৩২
বৈকালিক
BS1

মাথার চুল সাদা কেন হয়?

রাতে শুয়ে শুয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করছে ছেলে-

ছেলে : আচ্ছা মা, তোমার চুল এতো সাদা কেন?
মা : ছেলে-মেয়ে দুষ্ট হলে বাবা-মায়ের চুল এমনি এমনি সাদা হয়ে যায়।
ছেলে : তাই, এ জন্যই তো নানির মাথার চুল আরও বেশি সাদা।

সাদিয়া করিম তিসা
রোল: ৩১৫০
বৈকালিক
BS1

কৌতুক

একদিন তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী প্রথমদিন পরীক্ষা দেয়ার আগে সব পড়া ভালোভাবে পড়ে ও লিখে গেল। ছাত্রীটি পরীক্ষা দিয়ে বাসায় ফেরার পর মায়ের সঙ্গে কথোপকথন-

মা : তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে? সব কমন পড়েছে তো।
ছাত্রী : না মা, ভালো পরীক্ষা দিতে পারিনি, কিন্তু খাতায় অনেক কিছু লিখেছি।
মা : যাই হোক, এবার জীবনে প্রথম খাতায় কিছু লিখেছিস, পাস নম্বর তো উঠবেই, তাই না।
ছাত্রী : না মা।
মা : কেন? তুই না বলেছিস অনেক কিছু লিখেছিস?
ছাত্রী : হ্যাঁ, লেখাগুলো ঠিক হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য খাতাটি বাসায় নিয়ে এসেছি। আগামীকাল শিক্ষকের কাছে খাতা জমা দিয়ে দেব!

আবির মাহমুদ
দ্বাদশ, রোল: ৩০০৫, বৈকালিক

এক বন্ধু ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কোনোমতে জীবন রক্ষা করে সুস্থ হয়ে উঠার পর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু বলল, 'দোস্ত, চল রাস্তা থেকে ঘুরে আসি।'
'না দোস্ত, আমি বাইরে যাব না, সমস্যা আছে।'
'কেন? কী সমস্যা?'
'ওই ট্রাকের পেছনে লেখা ছিল, ধন্যবাদ! আবার দেখা হবে!'

ফারুক রুবায়েত
দ্বাদশ, রোল: ৩১১৪

হাসান : বাবলু, তোর গরম লাগলে তুই কী করিস?
বাবলু : কী আবার করব! এসির পাশে গিয়ে বসে পড়ি।
হাসান : তাতেও যদি তোর গরম না কমে?
বাবলু : তখন এসি অন করি।

জান্নাতুল ফেরদৌস
দ্বাদশ, রোল: ৩১৭৫, বৈকালিক

ক্রেতা : আরে ভাই, এটা কী তালা দিয়েছেন, সারা দুনিয়ার চাবি ঢুকালেই খুলে যায়! এমনকি সেফটিপিন ঢুকালেও খোলে!
বিক্রেতা : তাহলে ভাই এই তালাটা নেন, আর সমস্যা হবে না।
ক্রেতা : এটা ভালো তো?
বিক্রেতা : ভালো মানে? এই তালা একবার মারলে এটার নিজের চাবি দিয়াও খোলা যায় না!

অনামিকা দাশ
দ্বাদশ, রোল: ৩১৫১, বৈকালিক

জি এস প্রতিবেদন (বৈকালিক)

প্রাচ্যের রাণী বীর চট্টলার প্রাণকেন্দ্রে কর্ণফুলীর কোল ঘেঁষে অবস্থিত শত লড়াই সংগ্রামের সুতিকাগার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ। মাতৃভূমির আঁধারময় দুঃসময়ে জ্ঞান-অন্বেষীরা বিপ্লবী মশালে পরিণত হয়ে এগিয়ে গেছে আবার সময়ে মশাল হয়েছে শিল্পীর তুলি। প্রিয় এ ক্যাম্পাসে উৎসবে মাতিয়ে প্রেরণা দিয়েছে উচ্ছল মনের সুকোমল বৃত্তিগুলোর নান্দনিক প্রকাশন আর উপস্থাপনে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব গঠিত ছাত্র-সংসদ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়কে স্বীয় মহিমায় ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যর্থতাকে সামনে রেখে ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

প্রিয় সুধী,

প্রতিবেদনের শুরুতেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাই ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ সালের ছয় দফা, ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের। শ্রদ্ধা জানাই গণতন্ত্র মুক্তিপাক আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেন, ডাঃ মিলনসহ শহীদদের। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি প্রিয় এ ক্যাম্পাস ও চট্টগ্রাম শহরকে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে গিয়ে স্বাধীনতার পরাজিত শত্রু জামাত-শিবিরের হাতে প্রথম শহীদ ছাত্র-সংসদ এর সাবেক এ.জি.এস শহীদ তবারক হোসেন, ছাত্র সংসদ দিবার সাবেক জি.এস শহীদ কামাল উদ্দিন, সাবেক জি.এস আমিনুল ইসলাম স্বপন, ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক শহীদ সিনাউল হক আশিক, সাবেক এ.জি.এস এ.কে এম রাশেদুল হক, সাবেক ছাত্র নেতা এহসানুল হক মনি, জাফর, টিটু রায়, ফরিদ আহমদ, ফিরোজ, ইমরান জিয়া, সিটি কলেজ ছাত্রলীগ এর সহ-সম্পাদক সুদীপ্ত সহ সকল শহীদদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই যিনি আমাদের শোকাবহ স্মৃতির ডায়রীতে চির অম্লান সিটি কলেজ ছাত্রলীগ এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক, তিন বারের সাবেক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ছাত্র-সংসদ এর সাবেক জি.এস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্ম-সংস্থান মন্ত্রী প্রয়াত এম.এ.মান্নান, জাতীয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ৯০ এর স্বৈরাচার আন্দোলনের অন্যতম রূপকার, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগ নেতা প্রয়াত ডাঃ জাহাঙ্গীর সাত্তার টিকু। ছাত্র-সংসদ এর সাবেক জি.এস সাবেক সংসদ সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত এডভোকেট সুলতানুল কবির চৌধুরী, সিটি কলেজ ছাত্রলীগ এর সাবেক সভাপতি তারেক সোলেমান সেলিম।

শপথ গ্রহণ ও বাজেট অধিবেশন

ছাত্র-সংসদের সাধারন সম্পাদক হিসেবে ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্র-সংসদ সংবিধানের ৫ম অধ্যায়ের ১৬নং অনুচ্ছেদের ৬নং উপ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি ছাত্র-সংসদ বৈকালিক এর বাজেট, অধিবেশন আহ্বান করি। পূর্বাহ্নে নব নির্বাচিত ছাত্র সংসদ কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরেই শিক্ষক মিলনায়তনে বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। বাজেট অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ ও ছাত্র সংসদ এর সভাপতি। ছাত্র-সংসদ সংবিধানের ৫ম অধ্যায়ের ১৫(খ) এবং ৯ম অধ্যায়ের ৩৪ নং ধারায় ভি.পি মোঃ তাসিন ছাত্র সংসদ বৈকালিক এর খসড়া বাজেট অধিবেশন পেশ করেন। কলেজের উপাধ্যক্ষ মহোদয় প্রস্তাবিত বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার শুরু করেন। আলোচনায় অংশগ্রহন করেন ভি.পি মোঃ তাসিন, জি.এস আব্দুল মোনাফ, এ.জি.এস মোঃ বেলাল, বার্ষিকী সম্পাদক লোকমান হোসেন পারভেজ, নাট্য সম্পাদক নাঈম উদ্দিন অনিক, বিচিত্রা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক, বক্তৃতা ও বিতর্ক বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শাকিল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আরাফাত, ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক সোহরাব হোসেন সাকিব, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদক আফরুনা খানম সিনথি, আপ্যায়ন ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক শাহরিয়া মিনহাজ বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা শেষে ছাত্র সংসদ বৈকালিক এর বাজেট মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে পাস হয়।

বিজয় মিছিল, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও সৌজন্য সাক্ষাৎ

শপথ গ্রহণ ও বাজেট অধিবেশনের পরদিন নব-নির্বাচিত ছাত্র-সংসদ উদ্যোগে সিটি কলেজ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে বিজয় মিছিল নগরীর গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমালা অর্পণের মাধ্যমে শেষ হয়। পরবর্তীতে নব-নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী (নওফেল), চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীরমুক্তিযোদ্ধা এম.এ রেজাউল করিম, মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আ.জ.ম নাছির উদ্দিন, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি এবং সাবেক প্রশাসক আলহাজ্ব খোরশেদ আলম সুজন এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছাত্র-সংসদ নেতৃবৃন্দ মহানগর আওয়ামীলীগ এর সাবেক সদস্য জামশেদুর আলম চৌধুরী, পাথরঘাটা ওয়ার্ড সাবেক কমিশনার ও মহানগর আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক জালাল-উদ্দীন ইকবাল, চট্টগ্রাম মহানগর যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মহানগর আওয়ামীলীগ এর বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমান চৌধুরীর সাথেও সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাতকালে নেতৃবৃন্দ ছাত্র-সংসদের নব-নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিবিধ সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করার উপদেশ ও সার্বিক সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সৌজন্য সাক্ষাতকালে সিটি কলেজ ছাত্রলীগ এর সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান লিপ্পন, সিটি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আতাউল্লা চৌধুরী, সিটি কলেজ ছাত্র-সংসদের সাবেক ভি.পি সাদেক হোসেন পাপ্পু ভাই, মহানগর যুবলীগের সভাপতি মাহবুল হক সুমন ভাই, সিটি কলেজ ছাত্র-সংসদের সাবেক জি.এস গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের, সিটি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত হোসাইন, সিটি কলেজ ছাত্র-সংসদের সাবেক জি.এস দেবাশীষ পাল দেবু, পাথরঘাটা ওয়ার্ড কাউন্সিলর পুলক খাস্তগীর, মহানগর ছাত্রলীগ এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ সালাউদ্দীন, সিটি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মহিউদ্দীন শাহ, তারেক হায়দার বাবু, মাইনুল হক লিমন, ফরহান আহমেদ, কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি মো: শাহ আলম, ভি.পি. বদিউল আলম রাসেল, সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভি.পি. রাজিব হাসান রাজন, ছাত্র সংসদের সাবেক জি.এস মোঃ মার্শাল, চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান আহমদ ইমু, সিটি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ খালেদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদ, ভি.পি তাসিন, জি.এস আব্দুল মোনাফ ও এ.জি.এস মোঃ বেলাল হোসাইন, বার্ষিকী সম্পাদক লোকমান হোসেন পারভেজ, নাট্য সম্পাদক নাঈম উদ্দিন অনিক, বিচিত্রা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক, বক্তৃতা ও বির্তক সম্পাদক মোহাম্মদ শাকিল, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আরাফাত, ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক সোহরাব হোসেন সাকিব, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদক আফরোনা খানম সিনথি, আপ্যায়ন ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক শাহরিয়া মিনহাজ।

জাতীয় শোক দিবস

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির মহান জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র সংসদ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিতে ছিল জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, দিনব্যাপি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার, কালো ব্যাজ ধারণ, মিলাদ মাহফিল, তবারুক বিতরণ ও স্মরণ সভা। ছাত্র সংসদ ভি.পি. মোঃ তাসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জি.এস. আব্দুল মোনাফ, ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আশিষ সরকার নয়ন ও যুগ্ম-আহ্বায়ক বৃন্দ।

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ছাত্র-সংসদ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করে। কর্মসূচিতে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কলেজ শহীদ মিনার ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও আলোচনা সভা। ছাত্র-সংসদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র সংসদ ভি.পি. মোঃ তাসিন। বক্তব্য রাখেন জি.এস. আব্দুল মোনাফ, এ.জি.এস ছাত্রলীগ আহ্বায়ক আশিষ সরকার নয়ন ও যুগ্ম-আহ্বায়ক বৃন্দ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

পৃথিবীর বুকে জন্যে রক্ত দেয়ার একমাত্র গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙালির গর্বের একুশ মহান শহীদ দিবস বাংলার সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে পরিগণিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে। এ উপলক্ষে গ্রহণ করা হয় ব্যাপক কর্মসূচি। কর্মসূচিতে ছিল কলেজ শহীদ মিনার ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, কালো ব্যাজ ধারণ, প্রভাতফেরি ও আলোচনা সভা।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ ছাত্র-সংসদ উদ্যোগে কর্মসূচি পালিত হয়। এ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচিতে ছিল কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার ও আলোচনা সভা। ছাত্র-সংসদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র-সংসদ ভি.পি. মোঃ তাসিন, জি.এস. আব্দুল মোনাফ, ছাত্রলীগ আহ্বায়ক আশিষ সরকার নয়ন ও যুগ্ম-আহ্বায়ক বৃন্দ বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচিতে ছিল রাত ১২.০১ মিনিটে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সকাল ৬:০০ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার ও আলোচনা সভা।

পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সঃ)

বাতিলের বিরুদ্ধে হকের আন্দোলন জোরদার করে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মহান রাব্বুল আলামীনের বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সুন্নাহর পরিপূর্ণ ধারণ ও লালনের নিমিত্তে ছাত্র-সংসদের সমাজসেবা ও আপ্যায়ন বিভাগ পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে ৩০ ও ৩১ জানুয়ারী দু'দিন ব্যাপি কর্মসূচির প্রথম দিনে ছিল হামদ, ক্বেরাত ও রচনা প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মেয়র এম.এ রেজাউল করিম, কলেজ ছাত্রলীগ/ছাত্র-সংসদের সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ কলেজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

শহীদ ছাত্রনেতা তবারক হোসেন এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জামাত-শিবির চক্রের প্রথম শিকার সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র-সংসদ দিবা'র সাবেক এ.জি.এস তবারক হোসেন। ১৯৮১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সরকারি চট্টগ্রাম কলেজের সামনে শিবির ক্যাডারা নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে সরকারি সিটি কলেজের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনকে টুটি চেপে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে পুরোপুরিভাবে। শহীদ তবারক এখনো বেঁচে আছেন সিটি কলেজের হাজারো প্রতিশ্রুতিশীল প্রগতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে। শাহাদাত বার্ষিকীতে কলেজস্থ শহীদ তবারক চত্বরে ছাত্র-সংসদ ভি.পি মোঃ তাসিনের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় জি.এস. আব্দুল মোনাফ অনুষ্ঠিত সভায় ঘাতক শিবির প্রতিরোধের দৃঢ় প্রত্যয় তেজীয়ান হয় শহীদ তবারকের প্রিয় এই অসাম্প্রদায়িক কলেজ ক্যাম্পাসের ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আশিষ সরকার নয়ন ও যুগ্ম-আহ্বায়ক বৃন্দ। ছাত্র সংসদ ও ছাত্রলীগ বৈকালিক শাখার সকল নেতৃবৃন্দ।

শহীদ ছাত্রনেতা কামাল উদ্দিনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

২১ আগষ্ট ২০০৩ইং সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র-সংসদ দিবা'র দু'দুবার নির্বাচিত সাবেক জি.এস শহীদ ছাত্রনেতা কামাল উদ্দিনের মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ছাত্র-সংসদ দিবা'র গৃহিত কর্মসূচিতে ছিল কালো ব্যাজ ধারণ, শহীদ কামাল উদ্দিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, কবর জিয়ারত ও মিলাদ মাহফিল, জীবনী ভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-সংসদ বৈকালিক'র ভি.পি মোঃ তাসিন সভাপতিত্বে ছাত্র-সংসদ বৈকালিক'র কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বৈকালিক শাখার জি.এস আব্দুল মোনাফ, ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আশিষ সরকার নয়ন ও যুগ্ম-আহ্বায়ক বৃন্দ। এ.জি.এস মোঃ বেলাল হোসেন, সহ ছাত্র-সংসদ ও ছাত্রলীগ বৈকালিক'র সকল নেতৃবৃন্দ। এছাড়া কামাল স্মৃতি সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে কলেজের সাবেক ও বর্তমান ছাত্র সংসদ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দরা পশ্চিম পটিয়াস্থ কৈন্দ্রগ্রামে শহীদ ছাত্র নেতা কামালউদ্দিনের কবরে পুষ্পস্তবর্ক অর্পণ, কবর জেয়ারত ও শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। এরপর কলেজ জামে মসজিদে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন কলেজের পেশ ইমাম আলহাজ্ব মৌলানা আবু সাঈদ নূরী। উক্ত মিলাদ মাহফিলে কলেজের সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মিলাদ মাহফিল শেষে তবারক বিতরণ করা হয়।

শহীদ ছাত্রনেতা সিনাউল হক আশিকের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

চট্টগ্রামের পেশাদার চক্রের নির্মম বুলেটে প্রান হারানো শহীদ ছাত্রনেতা সিনাউল হক আশিক ছাত্র সংসদ ৯৫-৯৬ এর ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। মেধাবী ছাত্রনেতা সিনাউল হক আশিক ১৯৯৭ সালের ৬ জুন নগরীর সানাই কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে কাপুরুষ সন্ত্রাসীচক্র তাকে কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। প্রয়াত ছাত্রনেতার মৃত্যুবার্ষিকী পালনে ছাত্র-সংসদ বৈকালিক'র উদ্যোগে গৃহীত কর্মসূচিতে ছিল কালো ব্যাজ ধারণ, খতমে কোরান ও মিলাদ মাহফিল, কবর জিয়ারত, সাংবাদিক সম্মেলন, হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবিতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি প্রদান, চিত্র প্রদর্শনী, স্মরণ সভা ও জেয়াফত। কালো ব্যাজ ধারণ, খতমে কোরান ও মিলাদ মাহফিল, কবর জেয়ারত অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কলেজ ছাত্রলীগ/ছাত্র-সংসদের নেতৃবৃন্দ।

বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সৃজনশীল চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ছাত্র-সংসদের বক্তৃতা ও বিতর্ক বিভাগ এবং বিচিত্রা ও সাংস্কৃতিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কলেজ অডিটোরিয়াম এ বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর সুদীপা দত্ত। ছাত্র-সংসদের ভি.পি মোঃ তাসিন, জি.এস. আব্দুল মোনাফ, ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আশিষ সরকার নয়ন ও যুগ্ম-আহ্বায়ক বৃন্দ এবং ছাত্র-সংসদের এ.জি.এস বেলাল উদ্দিন, বার্ষিকী সম্পাদক লোকমান হোসেন পারভেজ, নাট্য সম্পাদক নাঈম উদ্দিন অনিক, বিচিত্রা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক, বক্তৃতা ও বিতর্ক বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ শাকিল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আরাফাত, ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক সোহরাব হোসেন সাকিব, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদক আফরোনা খানম সিনথি, আপ্যায়ন ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক শাহরিয়া মিনহাজ। দু'দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার ১ম দিন, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, দেশাত্মবোধক গান, পল্লীগীতি, আধুনিক গান, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, নির্ধারিত বক্তৃতা। পর্যায়ক্রমে গল্প বলা, কৌতুক (একক), সাধারণ নৃত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যে কলেজের সংস্কৃতিমনা ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিজয়ীদের মধ্যে ক্রেষ্ট সনদপত্র বিতরণ করেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুরষ্কার বিতরণ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ বলেন, "আমি প্রত্যাশা রাখি ছাত্র-সংসদের আয়োজন ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মননের সৃজনশীল বিকাশে বাঙালির সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে সঠিকভাবে উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।"

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ছাত্র সংসদের ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আরাফাত এর তত্ত্বাবধানে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্র সংসদের ভি.পি মোঃ তাসিনের সভাপতিত্বে ও জি.এস আব্দুল মোনাফ এর সঞ্চালনায় আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবু মোঃ মেহেদী হাসান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিদের আসন গ্রহণ। সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দের আসন গ্রহণ, প্রধান অতিথির বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে উদ্বোধন ঘোষণা, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ইভেন্টে ভাগ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে ছিল ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার ব্যাপি দৌড়, উচ্চ লাফ, দীর্ঘ লাফ, চাকতি নিক্ষেপ, শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দের মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা এছাড়া সাবেক ও বর্তমান ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদ নেতৃবৃন্দের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি তেমন সাজো ইত্যাদি। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে কলেজের সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীদের পুরষ্কার বিতরণ ও জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র সংসদের সভাপতি মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. সুদীপা দত্ত, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবু মোঃ মেহেদী হাসান, মাদারবাড়ি ওয়ার্ড কমিশনার আতাউল্লাহ চৌধুরী জি.এস আব্দুল মোনাফ, সিটি কলেজ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আশিষ সরকার নয়ন, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ ইমতিয়াজ অনিক, আকবর খান, মেহেদী হাসান শাকিল, সাইফুল ইসলাম, অংকন শীল, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাঈন উদ্দিন হাসান, পলাশ চন্দ্র নাথ, কাজী মোঃ সোহরাব উদ্দীন এ সময় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এ.জি.এস মোঃ বেলাল হোসাইন, উপস্থিত ছিলেন বার্ষিকী সম্পাদক লোকমান হোসেন পারভেজ, নাট্য সম্পাদক নাঈম উদ্দিন অনিক, বিচিত্রা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ তারেক, বক্তৃতা ও বিতর্ক সম্পাদক মোহাম্মদ শাকিল, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আরাফাত, ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক সোহরাব হোসেন সাকিব, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদীকা আফরোনা খানম সিনথি, আপ্যায়ন ও সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক শাহরিয়া মিনহাজ।

বার্ষিক আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ছাত্র সংসদের ছাত্র-ছাত্রী মিলনায়তন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী ছাত্র-সংসদের ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক সোহরাব হোসেন সাকিব ও ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা আফরোনা খানম সিনথি তত্ত্বাবধানে এর বার্ষিক আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ভি.পি মোঃ তাসিন ও জি.এস আব্দুল মোনাফ এর সঞ্চালনায়। প্রতিযোগীতা উদ্বোধন করেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. সুদীপা দত্ত। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রতিযোগীরা ক্যারাম- ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস ও দাবার একক ও দ্বৈত ইভেন্টে অংশগ্রহন করেন। পরবর্তীতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আশিষ সরকার নয়ন, ছাত্র-সংসদের ভি.পি মোঃ তাসিন, জি.এস আব্দুল মোনাফ, এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ ইমতিয়াজ অনিক, আকবর খান, মেহেদী হাসান শাকিল, সাইফুল ইসলাম, অংকন শীল, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাঈন উদ্দিন হাসান, পলাশ চন্দ্র নাথ, কাজী মোঃ সোহরাব উদ্দীন। সঞ্চালনা করেন এ.জি.এস মোঃ বেলাল হোসাইন, বার্ষিকী সম্পাদক লোকমান হোসেন পারভেজ, নাট্য সম্পাদক নাঈম উদ্দিন অনিক, বিচিত্রা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ তারেক, বক্তৃতা ও বিতর্ক সম্পাদক মোহাম্মদ শাকিল, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আরাফাত, ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক সোহরাব হোসেন সাকিব, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা আফরোনা খানম সিনথি, আপ্যায়ন ও সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক শাহরিয়া মিনহাজ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন সংকলিত তারুণ্য নয়, বরং ক্রীড়া মাধ্যমে সংহত তারুণ্যের শৃঙ্খলাবদ্ধতার মধ্যেই জাতির উন্নয়ন সম্ভব।

বক্তৃতা, বির্তক ও সাংস্কৃতিক বিভাগের অপরাপর কার্যক্রম

বার্ষিক বিচিত্রা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ছাড়াও বক্তৃতা ও বিতর্ক বিভাগ অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছিল সফল। ছাত্র সংসদের বক্তৃতা ও বিতর্ক বিভাগের উদ্যোগে বক্তৃতা ও বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, কবিতা, ছড়া, আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ছাত্র সংসদের ভি.পি মোঃ তাসিন ও জি.এস আব্দুল মোনাফ সঞ্চালনায়। উক্ত অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধানে করেন ছাত্র সংসদের বক্তৃতা ও বিতর্ক সম্পাদক মোহাম্মদ শাকিল। আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম উদ্বোধন ঘোষণা করেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ, প্রফেসর ডা. সুদীপা দত্ত। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন সিটি কলেজ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আশিষ সরকার নয়ন ও যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ ইমতিয়াজ অনিক, আকবর খান, মেহেদী হাসান শাকিল, সাইফুল ইসলাম, অংকন শীল, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাঈন উদ্দিন হাসান, পলাশ চন্দ্র নাথ, কাজী মোঃ সোহরাব উদ্দীন। এ.জি.এস মোঃ বেলাল হোসাইন, বার্ষিকী সম্পাদক লোকমান হোসেন পারভেজ, নাট্য সম্পাদক নাঈম উদ্দিন অনিক, বিচিত্রা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ তারেক, বক্তৃতা ও বিতর্ক সম্পাদক মোহাম্মদ শাকিল, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আরাফাত, ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক সোহরাব হোসেন সাকিব, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা আফরোনা খানম সিনথি, আপ্যায়ন ও সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক শাহরিয়া মিনহাজ ও সাধারণ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

প্রিয় সুধী,

আমি ও আমার পরিষদ আমাদের প্রিয় এই কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও ছাত্রলীগের বর্তমান নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা, সাবেক নেতৃবৃন্দের পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা নিয়ে আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রখি। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারী এবং সকলের সহযোগিতা না পেলে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন সম্ভব ছিল না। শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে খেলাধুলা, বক্তৃতা ও বিতর্ক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষা সফর এবং আমাদের সর্বশেষ প্রকাশনা "উত্তরণ" প্রকাশে আমাদের প্রয়াশ কতটুকু সার্থক হয়েছে তার বিচারের ভার ছাত্র-ছাত্রীদের। ছাত্র সংসদ এর সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে যা সফলতা তা আমার চলার পথে যারা প্রেরণা যুগিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে তাদের। পরিশেষে সকলকে ছাত্র সংসদ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ধন্যবাদ সকলকে।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

দাবি সমূহ

১। বৈকালিক শাখার একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা।
২। কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা।
৩। বৈকালিক শাখার অনার্স মাষ্টার্স চালু করা।
৪। ছাত্রদের হোস্টেল চালু করা।
৫। শহীদ মিনার সংস্কার করা।
৬। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের জন্য সুবিধার্থে কলেজ ক্যাম্পাসে পাবলিক সিটের ব্যবস্থা করা।
৭। কলেজের ক্যাটিন এর ব্যবস্থা করা।
৮। কলেজের শহীদ ছাত্র নেতাদের কলেজের ভিতরে প্রতিকৃতি স্থাপন করা।

প্রয়াত সুদীপ্ত বিশ্বাস

সাবেক সহ-সম্পাদক

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

সহ-সম্পাদক

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, চট্টগ্রাম মহানগর।

প্রয়াণ দিবস : ৬ অক্টোবর ২০১৭

সুদীপ্ত নাম নয়
সুদীপ্ত চেতনা
সুদীপ্ত ছবি নয়
সুদীপ্ত বিশ্বাস

দায়িত্ব হস্তান্তর কালে সাবেক নেতৃবৃন্দদের ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান

শপথ গ্রহণ করছেন সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র-সংসদ এর নব-নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ

দায়িত্ব হস্তান্তর ও দায়িত্ব গ্রহণে অনুষ্ঠান
বক্তৃতা দিচ্ছেন অধ্যক্ষ ড. সুদীপা দত্ত

শুভেচ্ছা বক্তৃতা দিচ্ছেন নব-নির্বাচিত ভি.পি মোহাম্মদ তাসিন
ও জি.এস আব্দুল মোনাফ

নব গঠিত ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নব গঠিত ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী
লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সফল মেয়র
চট্টলবীর এ.বি.এম মহিউদ্দীন চৌধুরীর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নব গঠিত ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে সরকারি সিটি কলেজ ছাত্রলীগের
সাবেক সভাপতি নেতা আলহাজ্ব তারেক সোলেমান সেলিম
এর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নব গঠিত ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে
সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জি.এস
শহীদ ছাত্রনেতা কামাল এর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নব গঠিত ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে
সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক এ.জি.এস
শহীদ ছাত্রনেতা তুবারক এর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নব গঠিত ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে সরকারি সিটি কলেজ
ছাত্র সংসদের সাবেক এ.জি.এস শহীদ ছাত্রনেতা
এ কে এম রাশেদুল হক এর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নব গঠিত ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক শহীদ ছাত্রনেতা সিনাউল হক আশিক এর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নব গঠিত ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য গিয়াস উদ্দিন হিরু এর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নব গঠিত ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে শহীদ ছাত্রনেতা এহসানুল হক মনি এর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নব-নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌঃ নওফেল এর সাথে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়

নব-নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ সাবেক প্রশাসক ও মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব খোরশেদ আলম সুজন এর সাথে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়

পদ্মা সেতু উদ্বোধনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংসদ কর্তৃক আনন্দ মিছিল

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এ জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ছাত্রলীগ/ছাত্র সংসদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রক্তদান করছে ছাত্রলীগের আহবায়ক আশীষ সরকার নয়ন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রক্তদান করছেন ছাত্রলীগের যুগ্ম-আহবায়ক আকবর খান

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ

ছাত্রলীগ-ছাত্রসংসদের উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উদযাপন

শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন ছাত্রলীগ-ছাত্রসংসদের নেতৃবৃন্দ

ছাত্রলীগ-ছাত্রসংসদের উদ্যোগে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

শ্রী শ্রী বাণী অর্চনায় উপস্থিত আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক জননেতা মশিউর রহমান চৌধুরী

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তৃতা দিচ্ছেন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সংগ্রামী সভাপতি ইমরান আহাম্মেদ ইমু

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তৃতা দিচ্ছেন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া দস্তগীর

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তৃতা দিচ্ছেন ছাত্রলীগের আহবায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তৃতা দিচ্ছেন ছাত্র সংসদের ভি.পি, জি.এস ও এ.জি.এস

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করেন ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদের নেতৃবৃন্দ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রভাতফেরি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ছাত্রলীগ-ছাত্রসংসদের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন উদযাপন

২৫শে মার্চ কালরাত্রী গনহত্যা দিবসে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভযাত্রা

ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদের উদ্যোগে সাপ্তাহিক ক্যাম্পাস মিছিল

ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদের উদ্যোগে সাপ্তাহিক ক্যাম্পাস মিছিল

মানবতার দেওয়াল উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ ড. সুদীপা দত্ত

১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে শীত বস্ত্র বিতরণ কালে ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদ

মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ বিষয়ক র‍্যালি

আইসিটি ল্যাব উদ্বোধন-এ ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদ নেতৃবৃন্দ

সরকারি সিটি কলেজের অডিটোরিয়াম এ শিক্ষকদের সাথে
শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এর সাথে
ছাত্রলীগ ছাত্রসংসদের নেতৃবৃন্দ

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এর সাথে
সরকারি সিটি কলেজের সাবেক নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা বিনিময়

ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংসদের উদ্যোগে বৈকালিক শাখার সাবেক
এ.জি.এস নব-নির্বাচিত মেয়র (কক্সবাজার পৌরসভা)
মাহবুবুর রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান

দ্বাদশ শ্রেণির বিদায় অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ শিক্ষকমন্ডলী এবং
ছাত্রলীগ ছাত্রসংসদ নেতৃবৃন্দ

একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন
ছাত্র সংসদের ভি.পি মোহাম্মদ তাসিন

ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদের উদ্যোগে জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

সমাজসেবক ও আপ্যায়ন সম্পাদক শাহরিয়ার মিনহাজকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে আয়োজিত ঈদে মিলাদুন্নবীতে সরকারি সিটি কলেজে আসেন মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে মাঠ পরিদর্শন করেন ছাত্রলীগ ছাত্রসংসদের নেতৃবৃন্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আগমনে মিছিল সহকারে যোগদান করেন ছাত্রলীগ ছাত্রসংসদের নেতৃবৃন্দ

সীমানা প্রাচীর নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থানীয় কাউন্সিলর আতাউল্লা চৌধুরীর সহযোগিতায় সমাধান করে সীমানা দেওয়াল তোলার কাজ শুরু করেন

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ ড. সুদীপা দত্ত

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ আবু মোহাম্মদ মেহেদি হাসান

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন

অধ্যক্ষ ড. সুদীপা দত্ত কে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন ছাত্রসংসদের ভি.পি মোহাম্মদ তাসিন

উপাধ্যক্ষ আবু মোহাম্মদ মেহেদি হাসান কে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন জি.এস আব্দুল মোনাফ

সহকারী অধ্যাপক আরিফ মঈনউদ্দীন খান কে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন এ.জি.এস বেলাল হোসেন

ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক আরাফাত কে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও স্থায়ী কাউন্সিলর আতাউল্লা চৌধুরী

এ.জি.এস বেলাল হোসেনকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর আতাউল্লা চৌঃ

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে দৌড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে মেয়েদের দৌড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে চেয়ার খেলা প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতায় অসুস্থ হওয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে সেবা প্রদান করছে ভি.পি মোহাম্মদ তাসিন ও জি.এস আব্দুল মোনাফ

ছাত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তঃক্রীড়া উদ্বোধন

ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক সোহরাব হোসেন সাকিবকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ ড. সুদীপা দত্ত ও ছাত্রসংসদের ভি.পি মোহাম্মদ তাসিন

ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা আপরোনা খানম সিনথিকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ছাত্রসংসদের সাবেক ভি.পি রাজিব হাসান ও ছাত্রলীগের আহবায়ক আশীষ সরকার নয়ন

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে আয়োজিত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা উদ্বোধন

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রলীগ ছাত্রসংসদ নেতৃবৃন্দ

বার্ষিকী ম্যাগাজিন "উত্তরণ" এর জন্য ক্লাসে লেখার আহবান জানিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন বার্ষিকী সম্পাদক লোকমান হোসেন পারভেজ

বার্ষিকী সম্পাদক লোকমান হোসেন পারভেজকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন সাবেক ভি.পি রাজীব হাসান, ভি.পি তাসিন ও আহবায়ক আশীষ সরকার নয়ন

বার্ষিকী ম্যাগাজিন "উত্তরণ" এর গল্প কবিতা যাচাইবাছাই করছেন এ.জি.এস বেলাল হোসেন বার্ষিকী সম্পাদক লোকমান হোসেন পারভেজ ও প্রমুখ

নাট্য সম্পাদক নাইম উদ্দিন অনিককে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ছাত্রসংসদের সাবেক ভি.পি রাজিব হাসান ও ছাত্রলীগের ছাত্র সংসদের ভি.পি, জি.এস, আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহবায়ক মেহেদী হাসান শাকিল

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে আয়োজিত 'কবর' নাটকের দৃশ্য

বক্তৃতা ও বিতর্ক সম্পাদক সাকিল হোসেনকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন সাবেক ভি.পি রাজীব হাসান ছাত্রলীগের আহবায়ক আশীষ সরকার নয়ন ও যুগ্ম-আহবায়ক আকবর খান

বক্তৃতা ও বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগীদের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংসদের নেতৃবৃন্দ

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিশেষ অতিথি সাবেক ভি.পি রাজীব হাসান রাজন

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ছাত্রসংসদের ভি.পি. মোহাম্মদ তাসিন ও জি.এস আব্দুল মোনাফ

সাংস্কৃতি সম্পাদক মোহাম্মদ তারেককে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ভি.পি মোহাম্মদ তাসিন, জি.এস আব্দুল মোনাফ আহবায়ক আশীষ সরকার নয়ন ও যুগ্ম-আহবায়ক পলাশ চন্দ্র নাথ

ছাত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নৃত্য পরিবেশনা

ছাত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নৃত্য পরিবেশনা

ছাত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গান পরিবেশনা

ছাত্র সংসদ (বৈকালিক)

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কর্ণফুলী ট্যানেল চট্টগ্রাম

আউটার রিং রোড চট্টগ্রাম

স্বপ্নের পদ্মাসেতু

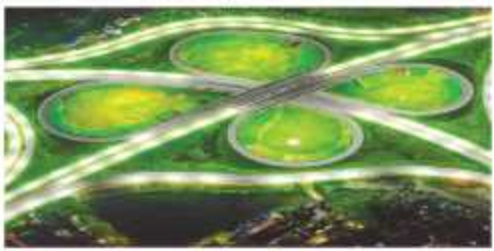

ভাঙ্গা মোড়

আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী সেতু চট্টগ্রাম

ছাত্র সংসদ (বৈকালিক)

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম